CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-136 ■ 15 February, 2026 ■ আগরতলা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শনিবার অসমের ডিব্রুগড়ের মোরান বাইপাসে জরুরি অবতরণ সুবিধা (ইএলএফ) -এ ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান, পরিবহন এবং হেলিকপ্টারের প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করছেন প্রধানমন্ত্রী।

গুয়াহাটির খানাপাড়ার জনসভায়

কংগ্রেসের কাছে উত্তরপূর্ব ছিল বোঝা বিজেপির কাছে অষ্টলক্ষ্মী ঃ প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার গুয়াহাটির খানাপাড়া প্লেগ্রাউন্ডে আয়োজিত জনসভায় কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে অভিযোগ করেছেন যে, ওই দল উত্তর-পূর্বকে উপেক্ষা করেছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে অসমকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস যখন উত্তর-পূর্বকে বোঝা হিসেবে দেখত, বিজেপি সরকার সেই অঞ্চলকে "অষ্টলক্ষ্মী" হিসেবে বিবেচনা করে, যা ভারতের সমৃদ্ধির আটটি স্তম্ভ। তিনি আরও বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্পষ্টভাবে বাজেটের অগ্রাধিকারেও প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র পূর্বোত্তর অঞ্চলের জন্য কংগ্রেসের আগের সরকারের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে।

কেন্দ্রের অসম উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১১ বছরে বিজেপি সরকার রাজ্যে উন্নয়নমূলক উদ্যোগে ৫.৫ লাখ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ দিয়েছে। কংগ্রেস সর্বদা অসমকে অর্থ দিতে দ্বিধা করত। এ কারণেই কংগ্রেস কখনও এই ভূমিতে উন্নয়ন আনতে পারবে না, তিনি বলেন।

প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস নেতাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও বিজেপির অসমে বর্ধিত সমর্থনের কারণে "ঘুম হারিয়েছে" বলে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এমন শক্তিকে সমর্থন দিয়েছে যারা ভারতের ঐক্য বিভাজন করতে চেয়েছিল এবং যারা উত্তর-পূর্বকে জাতীয় প্রধান স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল, তাদের কংগ্রেস শাসনের সময় সমর্থন দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নদী আসামের জীবন ও অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হলেও কংগ্রেস সরকার অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কংগ্রেস ব্রহ্মপুত্রের উপর মাত্র তিনটি সেতু তৈরি করতে পেরেছে, তিনি বলেন এবং যোগ করেন, ২০১৪ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত বিজেপির ডাবল-ইঞ্জিন সরকার ইতিমধ্যেই পাঁচটি সেতু নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে আরও অনেক সেতু নির্মাণাধীন।

প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটি—উত্তর গুয়াহাটি সংযোগ সেতুর উদ্বোধন করেন এবং এটিকে "ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত উন্নয়নের প্রতীক" হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, বিজেপি সমাধান দেয়, কংগ্রেস শুধুমাত্র তুষ্টিকরণের রাজনীতির মাধ্যমে সমস্যা দেয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কংগ্রেস অসমকে বনধ এবং সহিংসতার মধ্যে রেখেছিল, যেখানে ১,০০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

আজ অসম শান্তিপূর্ণ। বহু সন্ত্রাসী সংগঠন প্রধান স্রোতে যোগ দিয়েছে, তিনি যোগ করেন এবং বিজেপিকে ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন এবং শান্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দেন, যার মধ্যে রয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের মাধ্যমে অসমের সংযোগ। ভোটারদের সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস ১০ বছর ক্ষমতাহীন থাকার পর আসামকে পুনরায় অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে এবং অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করছে। তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কেবল শক্তিশালী ডাবল-ইঞ্জিন বিজেপি সরকারই অসমে দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

মথার নাটকীয় কর্মসূচি ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে তৎপরতা বেড়েছে। এর মধ্যেই শাসক শরিক তিপ্রা মথা দলের এক নাটকীয় কর্মসূচি ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

শনিবার তেলিয়ামুড়া-র জাতীয় সড়কে অল্পসংখ্যক কর্মী-সমর্থককে নিয়ে মিছিল করেন তিপ্রা মথা নেতা কমল কলই ও মহেন্দ্র দেববর্মা। রোমান লিপিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ের দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিটি মূলত টিআইএসএফ এবং টিএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

তবে কর্মসূচি চলাকালীনই দেখা যায়, মিছিলে অংশ নেওয়া বহু কর্মী-সমর্থক স্পষ্টভাবে জানতেন না কেন তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অনেকেই দলের ডাকে সাড়া দিয়ে অংশ নিলেও দাবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এ.ডি.সি নির্বাচনের আগে জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যেই তিপ্রা মথা এই ধরনের নাটকীয় কর্মসূচির পথে হাঁটছে। বাস্তব সমস্যার সমাধানের বদলে আলোচনায় থাকার কৌশল হিসেবেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তাঁদের অভিমত। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এই কর্মসূচিকে 'অযথা নাটক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে এ ধরনের কর্মসূচি বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে।

সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে তিপ্রা মথার এই কর্মসূচি রাজনৈতিক মহলে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কর্মীরাই যদি না জানেন কেন তাঁরা হাঁটছেন, তবে এই কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

আগুনে পুড়ল ১৫০০ মোরগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। গৌরনগর ব্লকের কালীপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি ব্রয়লার ফার্ম। ওই অগ্নিকাণ্ডে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ মোরগ আগুনে ঝলসে মারা গেছে।

ফার্মের মালিক আব্দুল সোফান জানান, প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও তিনি ঘুম থেকে উঠে ফার্মের দিকে যান। সেই সময়ই দেখতে পান মোরগ রাখার ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদিকে ধন্যবাদ বিএনপির

ভারতের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্কের বার্তা

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) ।। জাতীয় নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পর শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে ধন্যবাদ জানাল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি(বিএনপি)। একই সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও "গঠনমূলক" পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে দলটি।

এক্স-এ পোস্ট করে বিএনপি জানায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বিএনপির নির্ণায়ক জয়ে জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই ফলাফল বাংলাদেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। দলটি আরও জানায়, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং প্রগতিশীল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করে বিএনপি জানায়, পারস্পরিক সম্মান, একে অপরের উদ্বেগের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির অভিন্ন প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভারতের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে এগিয়ে যেতে আমরা আগ্রহী।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী মোদি টেলিফোনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন এবং নির্বাচনী জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে তাঁর উদ্যোগে ভারতের সমর্থনের কথাও জানান।

ফোনালাপের পর এক্স-এ পোস্ট করে মোদি লেখেন, জনাব তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলে আনন্দিত। বাংলাদেশ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর প্রচেষ্টায় আমার শুভেচ্ছা ও সমর্থন রইল। গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ দুই প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমাদের দুই দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২১০টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বলে দাবি করেছে, ফলে নতুন সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর গত ডিসেম্বর থেকে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তারেক রহমান। তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পুত্র। শীঘ্রই তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পাশাপাশি ত্রিপুরারও সুসম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই আশা ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। তাতে গোটা দেশের সাথে ত্রিপুরাবাসীর মধ্যেও খুশির বাতাবরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিন তিনি জয়ী বিএনপি সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গভীর। বিগত দিনে নানা কারণে সেই সম্পর্কে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। তবে আগামী দিনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সেই সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হবে বলে তিনি আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হলে দুই পক্ষই উপকৃত হবে। তাঁর মতে, নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য, পর্যটন, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক অগ্রগতি সম্ভব। এর সরাসরি সুফল পাবে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ।

ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনকে ফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্বজুড়ে আজ পালিত হচ্ছে ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে। এই বিশেষ দিনে প্রিয়জনকে ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে ফুল উপহার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকে। তারই প্রভাব পড়েছে আগরতলা শহরেও।

ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে আগরতলা শহরের বিভিন্ন ফুলের দোকানে সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে লাল গোলাপের চাহিদা ছিল চোখে পড়ার মতো। দোকানদারদের মতে, প্রতি বছরের মতো এ বছরও ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে গোলাপ ফুলের বিক্রি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। শুধু ফুলের দোকানই নয়, শহরের বিভিন্ন পার্ক, ক্যাফে, হোটেল ও রেস্তোরাঁতেও দেখা গেছে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড়। অনেকেই প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সময় কাটাতে বেরিয়ে পড়েন। শহরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতেও ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। সমাজব্যবস্থায় ভ্যালেন্টাইন ডে-র প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে বলেই মত সাধারণ মানুষের। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও বর্তমানে এই দিনটি তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সের মানুষের কাছেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

মেগা লোক আদালত একাধিক মামলার নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরার মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত প্রাঙ্গনে শনিবার এ বছরের প্রথম মেগা লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আয়োজিত এই লোক আদালতে একাধিক মামলার নিষ্পত্তি করা হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এই মেগা লোক আদালতে এম.ভি. অ্যাক্ট, টি.পি. অ্যাক্ট, টি.জি. অ্যাক্ট সহ আবগারি আইনের জমাকৃত বিভিন্ন মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হয়। বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

মেগা লোক আদালত শিবির পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি টি অমরনাথ গৌর। তিনি সংশ্লিষ্ট বিচারক ও আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস

বোমা বিস্ফোরণ ও দফায় দফায় সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) ।। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশে শুক্রবার এবং শনিবার বোমা বিস্ফোরণ এবং সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশ। চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় শনিবার ভোরে বোমা বিস্ফোরণে অন্তত দুইজন নিহত ও তিনজন আহত হন। জেলা রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ৩০২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে এই ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা মহম্মদ নূরে আলম সাংবাদিকদের জানান, ভোর ৫টার দিকে একটি গ্রামের বাড়িতে স্থানীয়ভাবে পরিচিত 'ককটেল' বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে বাড়ির ইটের দেওয়াল ধসে যায় এবং টিনের ছাদ উড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, কর্তৃপক্ষ নিহত এবং আহতদের শনাক্তকরণের কাজ করছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা বার কাউন্সিল নির্বাচন সম্পন্ন

গণনা ২১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শনিবার রাজ্যজুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ চলছে। রিটার্নিং অফিসার বিচারপতি এস. সি. দাস জানিয়েছেন, সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয় এবং শুরুতে কিছুটা ধীরগতি থাকলেও সকাল ১০টার পর ভোটারদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। আগরতলায় ত্রিপুরা হাই কোর্ট প্রাঙ্গণে সাতটি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সবকটি কেন্দ্রেই একসঙ্গে ভোটগ্রহণ চলছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও বিশালগড়, সোনামুড়া, উদয়পুর,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ণতা পাক ভালোবাসা...

ত্রিপুরার অর্গানিক পণ্যে জার্মান ক্রেতাদের আকর্ষণ তৈরি করেছে ঃ কৃষিমন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা অর্গানিক পণ্যে জার্মানির ক্রেতাদের আকর্ষণ তৈরি করেছে। সম্প্রতি নুরেমবার্গ, জার্মানিতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার অর্গানিক পণ্যের ওপর জার্মান ক্রেতারা এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে তারা ত্রিপুরা থেকে ৫০০ মেট্রিক টন আদা এবং ২০ মেট্রিক টন বার্ডস আই চিলি অর্ডার দিয়েছেন। এই তথ্য জানিয়েছেন ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। কৃষি মন্ত্রীর সাথে রাজ্যের জম্পুইজলার কৃষক লক্ষণ রিয়াং ও জার্মানিতে যান।

তিনি জার্মানিতে বায়োফেক ২০২৬ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ত্রিপুরার অর্গানিক পণ্যের পরিচিতি তুলে ধরেন। মন্ত্রী জানান, জার্মান ক্রেতারা ত্রিপুরার অর্গানিক কৃষি পণ্য দেখে ত্রিপুরা পরিদর্শনে আগ্রহী।

মন্ত্রী আরও বলেন আমি আনন্দিত যে এই প্রদর্শনী আপেডা , বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, ভারতের সরকার এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপেডা ভারতের অর্গানিক খাদ্য রপ্তানির আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটির লক্ষ্য ভারতের জৈব খাদ্য রপ্তানির অংশগ্রহণ বর্তমান ২.৫ থেকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ১২ বৃদ্ধি করা।

তিনি উল্লেখ করেন, ত্রিপুরা এই বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর। এই লক্ষ্য কেবলমাত্র বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি নয়, বরং কৃষিক্ষেত্রে বড় ধরনের রূপান্তরের প্রয়োজনকেও নির্দেশ করছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ভারত জৈব খাদ্যের বিশ্ব কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। ত্রিপুরার জন্য জৈব চাষ কেবল নতুন উদ্যোগ নয়, এটি একটি জীবনধারা আমাদের ভৌগলিক অবস্থান, বৈচিত্র্যময় জীববৈচিত্র্য, প্রচুর বৃষ্টি, বনভূমি এবং প্রাচীন কৃষি চর্চার ঐতিহ্য এই জীবনধারাকে রূপ দিয়েছে।"

মন্ত্রী আরও বলেন প্রথম দশকে, ত্রিপুরা এই প্রাকৃতিক সুবিধাকে একটি কাঠামোগত ও বাণিজ্যযোগ্য জৈব আন্দোলনে পরিণত করেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৫৩টি জৈব কৃষক উৎপাদক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ফের শিক্ষক বদলিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল বিদ্যালয় চত্বর। শনিবার শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্রছাত্রীরা।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে এমনিতেই শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অত্যন্ত কম। তার মধ্যে সম্প্রতি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়ায় শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। বিশেষ করে চলতি শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষার আগে এই বদলির ফলে পাঠদানে বড়সড় ঘাটতি তৈরি হবে বলে আশঙ্কা তাদের।

ছাত্রছাত্রীরা জানায়, অবিলম্বে ওই শিক্ষিকাকে পুনর্বহাল না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে। এদিন বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি জানায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

15-02-2026, 01:21

জাগরণ আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
৩ ফাল্গুন, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সমালোচনা অপরাধ নয়

সমালোচনা কোনো অপরাধ নয়, বরং এটি সমাজ এবং ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। নিজের কাজ বা চিন্তার সীমাবদ্ধতা আমরা অনেক সময় নিজেরা ধরিতে পারি না। অন্যের চোখ দিয়া দেখিলে সেই অসম্পূর্ণতাগুলো পরিষ্কার হয় ।একটি সুস্থ সমাজ বা রাষ্ট্রে ভিন্নমত বা সমালোচনা হইলো অগ্রগতির চাবিকাঠি। এটি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ।শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞানে সমালোচনা না থাকিলে নতুন এবং উন্নত কিছু সৃষ্টি হওয়া কঠিন হইয়া পড়িত। সমালোচনা অপরাধ না হইলেও, সেটি প্রকাশের ধরণ অনেক সময় নেতিবাচক হইতে পারে ।গণতন্ত্রের শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ভর করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর। সেই স্বাধীনতা যদি কেবল প্রশংসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাহা আর স্বাধীনতা থাকে না তাহা হইয়া ওঠে আনুগত্য। সমাজমাধ্যমের যুগে এই সত্য আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এখন নাগরিকের কণ্ঠ পৌঁছিয়া যায় সরাসরি জনপরিসরে, মাঝখানে কোনও প্রথাগত ফিল্টার ছাড়াই। ঠিক এই কারণেই ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে নাগরিকের মতপ্রকাশের সংঘাত বাড়িতেছে আর সেই সংঘাতের নিষ্পত্তিতে আদালতের ভূমিকা হইয়া উঠিতেছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রেক্ষিতেই তাৎপর্যপূর্ণ তেলঙ্গানা হাই কোর্টের সেই রায়, যাহা সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও বহাল রাখিয়াছে। সমাজমাধ্যমে কড়া রাজনৈতিক সমালোচনা বা সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেই পুলিশ যান্ত্রিক ভাবে এফআইআর দায়ের করিতে পারে না এই স্পষ্ট বার্তা শুধু একটি মামলার নিষ্পত্তি নয়, বরং বৃহত্তর নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ বিচারনৈতিক অবস্থান ।কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ স্পষ্ট জানাইয়া দেয় হাই কোর্টের রায় ও আচরণবিধি খুঁটিয়ে দেখা হইয়াছে এবং তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই। অর্থাৎ, সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক মতপ্রকাশকে অপরাধের ছাঁচে ফেলিবার প্রবণতায় শীর্ষ আদালতও কার্য্যত লাগাম পরাইল ।এই রায়ের তাৎপর্য এখানেই শেষ নয়। এর আগেও একাধিক মামলায় দেখা গিয়াছে সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেই অভিযুক্তকে 'দেশবিরোধী' বা 'দেশদ্রোহী' তকমা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট সেইসব ক্ষেত্রেও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, সরকারবিরোধী মানেই দেশদ্রোহী নয়। গণতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা করিবার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার এ কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে শীর্ষ আদালত ।সমস্যা হইল, প্রশাসনিক স্তরে সেই বিচারনৈতিক বোধ এখনও সমানভাবে প্রতিফলিত হয় না। সমাজমাধ্যমের একটি পোস্ট, একটি ব্যঙ্গ, বা একটি কড়া মন্তব্যকে 'আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি' বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রবণতা ক্রমশ বাড়িয়াছে। এর ফলে মতপ্রকাশের উপর এক ধরনের 'ঠান্ডা সন্ত্রাস' তৈরি হয়যেখানে নাগরিক নিজেই ভাবিতে শুরু করেন, কথা বলিলে বিপদ হইতে পারে ।তেলঙ্গানা হাই কোর্টের রায় এবং সুপ্রিম কোর্টের সিলমোহর সেই ভয়ের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক জরুরি প্রতিরোধ। এই রায় পুলিশকে মনে করাইয়া দেয় তাহারা আইনের রক্ষক, ক্ষমতার রক্ষক নয়। একই সঙ্গে প্রশাসনকেও স্মরণ করিয়ে দেয় এফআইআর গ্রহণ বা অনুমোদন কোনও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়; তাহার সঙ্গে যুক্ত আছে সাংবিধানিক দায়িত্ব ।গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য বিচার করিতে গেলে কেবল নির্বাচনের দিকেই তাকাইলে চলে না। দেখিতে হয় ভিন্নমত কতটা নিরাপদ, সমালোচনা কতটা সহনীয়। সেই পরীক্ষায় ভারতীয় গণতন্ত্র আজ নানা প্রশ্নের মুখে। এই রায় সেই প্রশ্নগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ উত্তর। অন্তত আদালতের দরজায় আসিয়া নাগরিকের কণ্ঠস্বর যে এখনও সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া যায়নি এই বার্তাটাই আজ সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

সমালোচনা অপরাধ নয়। এই সহজ সত্যটি মনে করাইয়া দেওয়ার জন্য আদালতকে ধন্যবাদ। এখন দেখার, প্রশাসন সেই শিক্ষা কতটা গ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুনানি শেষ, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে আরও ৪.৯৮ লক্ষ নাম

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি-আপত্তির শুনানি পর্ব শনিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত হিসেবে আরও ৪.৯৮ লক্ষ ভোটারের নাম চিহ্নিত হয়েছে।

জানা গেছে, বারবার নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও যেসব ভোটার শুনানিতে উপস্থিত হননি, তাঁদেরই এই তালিকায় রাখা হয়েছে এবং তাঁদের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এমন অনুপস্থিত ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬.২৫ লক্ষ। তবে শেষ দিনে এক লক্ষের বেশি ভোটার শুনানিতে উপস্থিত হওয়ায় সংখ্যাটি কমে ৪.৯৮ লক্ষে নেমে আসে বলে রাজ্যের প্রধান নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে।

এর আগে গণনা বা এনিউমারেশন পর্বে মৃত, পুনরাবৃত্ত বা স্থানান্তরিত ভোটারসহ ৫৮ লক্ষের বেশি নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গত ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ে। শুনানি পর্বে চিহ্নিত নতুন ৪.৯৮ লক্ষ নাম সেই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হবে।

তবে চূড়ান্তভাবে কত নাম বাদ পড়বে তা স্পষ্ট হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা দেখেই। শুনানিতে উপস্থিত ভোটারদের জমা দেওয়া পরিচয়পত্র যাচাই প্রক্রিয়া ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই যাচাইয়ে অকার্যকর বা যাচাই-অযোগ্য নথি জমা দিলে তাঁদের নামও বাদ যেতে পারে বলে সূত্রের দাবি। জেলা ভিত্তিক হিসাবে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত ভোটার পাওয়া গেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় প্রায় ১.৩৮ লক্ষ। এরপর রয়েছে দক্ষিন ২৪ পরগনা (প্রায় ৪৬ হাজার) এবং কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা জেলা (প্রায় ২২ হাজার)। সবচেয়ে কম অনুপস্থিত ভোটার পাওয়া গেছে কালিমপং জেলায় মাত্র ৪৪০ জন।২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরদিনই পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চসহ নির্বাচন কমিশন রাজ্যে দুই দিনের সফরে আসবে বলে জানা গেছে। সফর শেষে চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করা হতে পারে। রাজ্যের প্রধান নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ইতিমধ্যেই কমিশনকে এক দফায় নির্বাচন করার সুপারিশ করেছেন। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশনই। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত সাত থেকে আট দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। এক দফায় শেষবার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ২০০১ সালে।

নিট পরীক্ষার্থী মৃত্যুকাণ্ডে পাটনার হোস্টেলে নতুন করে তদন্ত শুরু সিবিআইয়ের

পাটনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এক নিট পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তভার নেওয়ার পর শনিবার সিবিআই-এর একটি দল পাটনা শহরের মুন্না চক এলাকায় শম্ভু গার্লস হোস্টেলে পৌঁছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শুরু করে ।তদন্তকারী দল হোস্টেল চত্বরের ভেতর ও বাইরে বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন চালায় এবং ছবি তুলে বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল প্রমাণ সংগ্রহ করে। তদন্ত চলাকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী, মহিলা পুলিশসহ, মোতায়েন ছিল। সিবিআইয়ের গাড়ি ও আধিকারিকদের উপস্থিতিতে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয় এবং বহু মানুষ হোস্টেলের সামনে ভিড় করেন ঘটনাটির অগ্রগতি জানতে। মৃত ছাত্রী জেহানাবাদ জেলার বাসিন্দা ছিলেন এবং নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ওই হোস্টেলে থাকতেন। তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হলে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি ওঠে। প্রথমে বিহার পুলিশ একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করলেও মৃতার পরিবার বারবার তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে। পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে, যদিও পুলিশ এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে দাবি করে।

ভালোলাগা ও ভালোবাসা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

ভালোবাসা হলো কারো প্রতি গভীর মানসিক আত্মত্যাগ সংযোগ ও স্নেহ অথবা শ্রদ্ধার ভালো অনুভূতি যা ক্ষনিকের আকর্ষন থেকে সম্পূর্নই আলাদা বা ভিন্ন। ভলোবাসা হলো হৃদয়ান্তরের গভীরের সৌন্দর্য্য মুগ্ধতায় আকৃষ্ট হওয়া এবং মীরে ধীরে সম্পর্কের গভীরে পৌছে যাওয়া। ভালোবাসায় হৃদয়ের অনুভূতি যা সম্মান ও বিশ্বাসেই দৃঢ় হয় ।আর ভালোলাগা হলো ক্ষণিকের আকর্ষনে আকৃষ্ঠতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতা যা বাহ্যিক ক্ষনস্থায়ী রূপ বা গুনের উপর নির্ভর করে।

ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ বিশ্বাস ও মানসিক সংযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভালোলাগা অর্থে মানুষটিকে নিজের করতে ইচ্ছে হয় শুধু ক্ষনিকের উপভোগানুরভূতির জন্য, কিন্তু ভালোবাসলে মানুষটির সুখ ও মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও কাজ করার ইচ্ছা জাগে সারা জীবন ধরে মৃত্যু অব্দি।

সংক্ষেপে ভালোবাসা, সেই ভালোলাগা থেকে তৈরী হওয়া গভীর ও দায়িত্বশীল অনুভূতি যা সারা জীবনের সুখ ও দুঃখের সাথী হয়ে থাকা।

একটি সত্যিকারের ভালোবাসা যা নিঃস্বার্থ, সম্মান, বিশ্বাস ও দুটি মনের বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সর্বদাই। এটি একটি গভীর ও আত্মিক, যেখানে কোন স্বার্থ, প্রত্যাশা থাকে না, থাকে শুধু বিশ্বাস, হৃদয়স্নাত প্রেম এবং একে অপরের সুখে, দুঃখে পাশে থাকা, শ্রদ্ধা করা এবং জীবনের যেকোন কঠিন মুহূর্তে হাত না ছেড়ে দেয়া। ভালোবাসা কোন আবেগ নয়, বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ত্যাগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যা সম্পর্কের আরও গভীর ও দৃঢ় করে তোলে। জীবনে ভালোবাসে মানে শুধুই আকর্ষনই নয়, পারস্পরিক সম্মান সহানুভূতি, সমর্থন, দায়বদ্ধতা, যেখানে নিজেদের অপূর্ণতা গুলোও মেনে নেওয়া হয় পাশে থেকে ধৈর্য্যশীল হয়ে। যার ফলেই একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে উঠে। এটি এমনই একটি অনুভূতি যেখানে সঙ্গীর উপস্থিতি এই বিশ্বসংসারের সবকিছুকেই সুন্দর মনে হয়। তার অনুপস্থিতিতে আবার কিছুই সুন্দর মেন হয় না। জীবনের সমত ব্যস্ততার মাঝেও একে অপরের ভালো মন্দ ত্যাগ করে জীবন সঙ্গী ও সঙ্গীনী প্রতি সর্বদাই মনোযোগ রাখা ও তাতে উভয়ের প্রতি মানসিক সংযোগ ও থাকে ও বিশ্বাস বালে সময়ের সাথে সাথে হৃদয় কেন্দ্রীভূত হওয়া যায়। একে অপরের প্রত্যাশা মুখী না হয়ে কেবল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া ভালোবাসার লক্ষন। তবে তা যেন নেতিবাচক না হয়। শারীরি আকর্ষনের চেয়ে গভীর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগকে ঠিক রাখা বড়ই প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে।

পরস্পরের সুখ উন্নতির প্রতি দায়িত্বশূল হওয়া জরুরী। বিশাল সময় ব্যাপিয়া কথা বলার পরও মনে হবে যেন এখনও আরও অনেক কথাই বাকী পড়ে আছে, সেটাই প্রকৃত ভালোবাসা এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতি এবং আবেগ কেন্দ্রীক অভিজ্ঞতা। বিশেষকোন মানুষের প্রতি স্নেহের শক্তিশালি একটি বহিঃ প্রকাশ হচ্ছে ভালোবাসা। যেমন মায়ের ভালোবাসা, একজন জীবনসঙ্গী ও সঙ্গীনীর ভালোবাস, নিত্য ব্যবহার্য্য বিভিন্ন বস্তু ও খাবার, গাছপালার প্রতি ভালোবাসা থেকে ভিন্ন।

ভালোলাগ্য শব্দটির মনে হলো কারো অথবা কিচ্ছু একটার প্রতি আকর্ষণ বা অনুভূতি।

সাময়িক পছন্দ, গভীর নাও হতে পারে। সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এই ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসার সৃষ্টি।

''ভালোলাগা টি'' কম গভীর। যেকোন মুহুর্তে পরিবর্তন হতে পারে এবং তা স্বাভাবিক চিন্তা, চেতনা, নির্ভর। প্রথমতঃ ভালোলাগার অনুভূতির মাধ্যমে রোমান্টিক ভাবের বা আক্তোঃ প্রকাশ পায় ।জীবনের আনন্দদআয়ক বিষয়গুলো পছন্দ করার প্রাথমিক মুহুর্ত হলো এই ভালোলাগা ।যেমন ভালোলাগার গান, চলচ্চিত্র, Story, Actor, Actress ইত্যাদির প্রতি প্রাথমিক আর্কর্ষনই ভালোলাগা। এই ভালোলাগা থেকে ভালোবাসার রূপান্তর। ''ভালোলাগা হলো সেই আকর্ষনের স্থায়ী গভীর রূপ। এই ভালোলাগা প্রথমে মনে ও পরে হৃদয়ান্তরে গিয়ে গভীর হয় ও যত্নশীল রূপ নয়ে। যখন এই ভালোলাগাটা হৃদয়ের একদম কেন্দ্রে গিয়ে প্রবেশ করে তখনই ভালোবাসা শুরু হয়।

যতই দুরত্ব বা বিচ্ছেদই হোক না কেন তখন ঐ প্রিয়ের প্রতি অনুভূতি যত সময় যায় গভীরতা ততই বাড়তে থাকে এবং একটা সময় চরমরূপ নেয়, এবং সেটাই ''ভালোবাসা''। এবং এই জন্যই ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বোঝা যায় যে, ভালোলাগা হল ক্ষনস্থায়ী যা কারো বাহ্যিক বা ভালো দিক দেখে বিচার করা হয় এবং এটি পরিবর্তনশীল বিষয়। অন্যদিকে ভালোবাসা হলো গভীর নিঃস্বার্থ ও দীর্ঘস্থায়ী একটি অনুভূতি যা ভালো খারাপ মিশ্রিত হয়ে মানুষকে গ্রহণ করায় এবং নির্ভরতার প্রতিক।

একটি সাময়িক আকর্ষন বিষয়। আর অন্যটি আত্মিক সংযোগের বিষয় যেখানে নানা প্রকার দোষ ত্রুটি দেখেও আপন করে নেওয়া হয়। গাছের ফুল ফোঁটা অবস্থার ছিরে এনে রাখাটা ভালোলাগা কিন্তু ঐ গাছে জল দিয়ে যত্ন করে ফুল গাছটিকে বাঁধিয়ে রাখাটা ভালোবাসা। মানবিক অনুভূতি এবং আবেগ কেন্দ্রীক অভিজ্ঞতাই হলো ভালোবাসা। ভালোবাসাকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ের সংমিশ্রণে ভাবা যায়। অন্যের ভালোর জন্য নিজেকে নিঃস্বার্থ রাখ্য যা মানুষের উদারতা সহানুভূতি এবং স্নেহের প্রতিনিধিত্ব করা। ত্রুটি, অহংবোধ, স্বার্থপরতা যা মানুষকে এ ধরনের উন্মাদনা আবেগ দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেকোন প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল কাজ বর্ণন করতে পারে ভালোবাসা।

ভালোবাসা'' একটি সৃজনশীল শিল্পকলার সাধারন বিষয়ের অন্যতম। ভালোবাসার ছয়টি রূপ যেমনঃ-(১) পারিবারিক ভালোবাসা (২) বন্ধুত্বপূর্ন ভালোবাসা (৩) রোমান্টিক ভালোবাসা (৪) প্রতিদানহীন ভালোবাসা (৫) পরিপূর্ন দরদী ভালোবাসা (৬) আত্মকেন্দ্রিক ভালোবাসা। সমাজের বিভিন্ন মানবিক অবস্থায় সময়ের সাথে সাথে সংজ্ঞায়িত করা খুবই কঠিন কাজ এই ভালোবাসাকে। তাই কয়েকদশক ধরে ভালোবাসার আবেগের উপর মনস্তাত্বিক বৈজ্ঞানীরা গবেষনা চালিয়ে যাচ্ছেন। বৈজ্ঞানিকদের গবেষনায় দেখা গেছে যে, পরামর্শ, ঘনিষ্ঠতা, আবেগ ও প্রতিশ্রুতিই ভালোবাসার মূল উপাদান। ভালোবাসার গ্রাফিকেল চিত্রে রক্ষ চাকা তত্ব বর্ণনা করা হয়েছে ।সত্যিকারের ভালোবাসা, নিঃস্বার্থতা ও ত্যাগ অর্থাৎ নিজের চেয়েও সঙ্গীর সুখ, চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া তবে তা যেন আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে নয়। একে অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান থাকা। কোন লুকোছুপি না রেখে খোলাখুলি মনের কথা শেয়ার করা। বন্ধুত্বের স্বাধীনতা অর্থাৎ সঙ্গীটি যেন নিজের মত থাকে। জোর করে কিছ না করা। সঙ্গীর সাথে যেকোন পরিস্থিতিতে সাথ দেওয়া। সত্যিকারের ভালোবাসা হল একটি শান্ত, নিরাপদ, নিঃস্বার্থ অনুভূতি যা কোন বিনিময় প্রতিদান বা শর্ত ছাড়াই টিকে থাকে।

ভালোবাসা হলো এক মহৎ কল্যানী বিষয় যা মানুষকে মহান করে। ভালোবাসা স্বর্গীয়, ভালোবাসা মহান। ভালোবাস্থ আছে তাই আজও পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে আছে। আর ভালোবাসা আছে বলেই পৃথিবীটা সুস্পর মনে হয়। ভালোবাসা আছে বলেহ পৃথিবীতে ভালো কাজ হয়। যতদিন পৃথিবীতে ভালোবাসা থাকবে ততদিন এই ভালোবাসা কাজ হবে। যার মাঝে ভালোবাসা নেই সে কোন মানুষই নয়। সত্যিকারের ভালোবাসা আছে বলেই আজও মানুষ কাঁদে হাসে, মানুষকে কিংবদন্তি বানায় এই ভালোবাসাই। ভালোবাসাতেই মানুষ গুনী হয়, ধার্মিক হয়, এগিয়ে ও যায় জীবনের লড়াই ময়দানে। যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে সুখ, শান্তি ও অন্ধকার করে থাকে। হিংস্রতা বেড়ে যায়। ঐতিহ্য থাকেনা সেখানে ভালোবাসা নেই। জীবন অর্থব ও অচল হয়ে যায় ভালোবাসা না থাকলে। ভালোবাসার এক একটি শব্দই যেন আবেগঘন অধায়। কারো হাসি কারো ব্যথা আবার কারো জীবনের প্রেরণা। মানব হিতার্থে বা কল্যাণের জন্যই ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

লাবাসা বনের পশু থেকে শুরু করে সমগ্র অশান্তির বাতাবরনকে শান্তিময় করে রাখে। আর এই বাসাই মানুষকে অমর করে রাখে। তাই মানবজীবনে ভালোবাসার অপরিসীম গুরুত্ব।এজ এই কথাই বলতে চাই সবাইকে 'শুরু করা যাক এক অনন্ত মহোময় ভালোবাসার এনে অনুভূতি সাজবে শব্দে, আর ভালোবাসা সেই, ছড়িয়ে পড়বে সূর্য্যের রঙছটায়, নৃত্যে।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এমএসএমই-তে বিনিয়োগের প্রচার

নয়াদিল্লী, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬: উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (MDoNER) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে অনুঘটক করার জন্য রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫ আয়োজন করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য চিহ্নিত শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান ক্ষেত্রগুলি ছিল পর্যটন ও আতিথেয়তা; কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র; বস্ত্র, তাঁত ও হস্তশিল্প; স্বাস্থ্যসেবা; শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন; আইটি/আইটিইএস; বিনোদন ও ক্রীড়া; পরিকাঠামো ও সরবরাহ; এবং জ্বালানি। সামগ্রিকভাবে, শীর্ষ সম্মেলন এবং এর প্রাক-ইভেন্ট রোড শোগুলি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ), অভিপ্রায়ের চিঠি এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারী, সরকারি খাতের উদ্যোগ এবং প্রধান শিল্প সমষ্টিগুলির কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে ৪.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের আগ্রহ অর্জন করেছে।

নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (NEDFi) উত্তর পূর্ব অঞ্চলে (NER) অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) খাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, শিল্প, পরিকাঠামো এবং কৃষি-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। NEDFi উদ্যোক্তা উন্নয়নকে শক্তিশালী করার জন্য বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটি উত্তর পূর্বের সমস্ত রাজ্যে ব্যবসায়িক সভা আয়োজন করে উদ্যোক্তাদের সুযোগ, সরকারি পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। তার ব্যবসায়িক সুবিধা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে, NEDFi প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের প্রকল্প প্রস্তুতি, আর্থিক পরিকল্পনা, ঋণ সংযোগ এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে। এর সুস্থায়ী জীবিকা কর্মসূচির আওতায়, বাঁশ, তন্ত এবং তাঁতের মতো ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে নিযুক্ত কারিগররা প্রদর্শনী এবং নিবেদিতপ্রাণ শোরুমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিপণন সহায়তা পেয়েছে। NEDFi নর্থ ইস্ট ভেঞ্চার ফান্ড (NEVF) এর মাধ্যমে উত্তর পূর্ব অঞ্চলের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের উন্নয়নে অবদান রাখছে। এছাড়াও, NEDFi এই অঞ্চলের স্টার্টআপগুলিকে হ্যান্ডহোল্ডিং এবং পরামর্শদান সহায়তার মাধ্যমে সহায়তা করে আসছে।

সরকার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) দের জন্য মিউচুয়াল ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (MCGS-MSME) ঘোষণা করেছে, যা একটি সরকার সমর্থিত উদ্যোগ যা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) দের তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ঋণ পেতে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পটি ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদান করে, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি কেনার জন্য MSME দের ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ করে তোলে। যোগ্য ঋণগ্রহীতাদের, বিশেষ করে MSME দের জন্য বিদ্যমান কার্যকরী মূলধন সীমার ২০ℓ পর্যন্ত অতিরিক্ত ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য রপ্তানিকারকদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (CGSE) ১২.১১.২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল। ডাক বিভাগ (DoP) তার পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক (POSB) পরিষেবা এবং ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক (IPPB) এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ডিজিটাল পেমেন্ট নিশ্চিত করে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ডাকঘরের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্তিম গ্রাহকদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্য এবং সুবিধা প্রদানের সাথে বিস্তৃত পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে ডিওপি ডিজিটালাইজেশন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিকে কাজ করছে। আজ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এই তথ্য জানিয়েছেন।

জি-২০ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সাংস্কৃতিক কূটনীতি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ পরবর্তী সময়কালে উন্নয়নের এজেন্ডার আওতায় 'সংস্কৃতিকে এককভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে' জি-২০ সাংস্কৃতিক কর্মী গোষ্ঠী একটি নথি প্রকাশ করেছে। 'কাশী কালচার পাথওয়ে' শীর্ষক এই নথিতে নতুন দিল্লির ঘোষণা অনুসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপিত করতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক আন্তর্জাতিক মানে একগুচ্ছ সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর আওতায় ৪টি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। খাজুরাহের সম্পদ, ভুবনেশ্বরের হস্তশিল্প এবং হাম্পির বয়নের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরতে প্রদর্শনীর আয়োজন এবং জি-২০ ডিজিটাল মিউজিয়ামের ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও জি-২০ আর্ট প্রজেক্ট, জি-২০ অ্যানথোলজি অফ পোয়েট্রি ও জি-২০ অরকেস্ট্রার আয়োজন করা হয়। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ২০২৫-এর ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর জি-২০ উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে ভারতের পাণ্ডুলিপিগুলির ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়।

২০২৩ সালে জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে ভারত। সেই সময় নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী স্থান ও স্মারকে নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালিত হয়। সাংস্কৃতিক কূটনীতির এই উদ্যোগগুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেই সময় বিভিন্ন সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচী, নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলির মূল্যায়ণ এবং দক্ষতা বিকাশের বিষয়গুলি বিবেচিত হয়। এইসব উদ্যোগে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে আদানপ্রদানের সুযোগও তৈরি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দুতে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার 'গ্লোবাল এনগেজমেন্ট স্কিম'- এর সূচনা করে। বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে, দেশের সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার চালানোই এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

কেন্দ্র অনুমোদন দিল স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০

ভারতীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বৃদ্ধির লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০ অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট তহবিল নির্ধারণ করা হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকা।

প্রকল্পটির লক্ষ্য হল দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অভ্যন্তরীণ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংগ্রহ, উদ্ভাবনভিত্তিক উদ্যোক্তা উদ্যোগকে সহায়তা এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করা।

২০১৬ সালে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের সূচনার পর থেকে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে। সে সময় দেশে ৫০০-এর কম স্টার্টআপ থাকলেও এখন ২ লাখেরও বেশি ডিপিআইআইটি-সিদ্ধ স্টার্টআপ রয়েছে। ২০২৫ সালে বার্ষিক স্টার্টআপ নিবন্ধনের রেকর্ড সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এফওএফ ২.০ মূলত স্টার্টআপের জন্য তহবিলের তহবিল ১.০ এর সফলতার ভিত্তিতে তৈরি। এফএফএস ১.০-এর মাধ্যমে ১০, ০০০ কোটি টাকা ১৪৫টি বিকল্প বিনিয়োগ তহবিলে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই এআইএফ-গুলো দেশের ১,৩৭০টিরও বেশি স্টার্টআপে ২৫,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, অটোমোটিভ, ক্লিন টেক, ই-কমার্স, শিক্ষা, ফিনটেক, খাদ্য ও পানীয়, স্বাস্থ্যসেবা, উৎপাদন, স্পেস টেক ও বায়োটেকনোলজি। এফএফএস ১.০ প্রথমবারের উদ্যোক্তাদের সহায়তা, প্রাইভেট ক্যাপিটাল আকর্ষণ এবং ভারতের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেমকে মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এফওএফ ২.০-এর মূল বৈশিষ্ট্য হল উচ্চ প্রযুক্তি খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবনী উদ্যোগকে সমর্থন। নতুন উদ্ভাবন এবং ধারণার জন্য সুরক্ষা নেট, যাতে তহবিল অভাবের কারণে প্রাথমিক ব্যর্থতা কমানো যায়। শুধুমাত্র বড় মেট্রোতে নয়, দেশের প্রত্যেক প্রান্তে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অধিক তহবিল সরবরাহ। ছোট তহবিলের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ দৃঢ় করা।

এফওএফ ২.০ ভারতের উদ্ভাবনী বৃদ্ধি, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশকে বৈশ্বিক উদ্ভাবন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই উদ্যোগ বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর জাতীয় ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সরকারের উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন, উদ্ভাবন বৃদ্ধি এবং দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের পূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচনের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

ত্রিপুরায় আয়ুষ্মান কার্ডে রেকর্ড অনুমোদন, প্রায় শতভাগ কভারেজ

অভিজিৎ নাথ, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি-পিএমজেএওয়াই) -এর আওতায় গত পাঁচ বছরে, অর্থাৎ এপ্রিল ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশজুড়ে প্রায় ৩৫.৬৯ কোটি আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি হাসপাতালে মোট ৫.৭৭ কোটি চিকিৎসা ভর্তি অনুমোদিত হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। এই তথ্য বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা-য় লিখিত উত্তরের মাধ্যমে জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাধব।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত এবি-পিএমজেএওয়াই-এর অধীনে মোট ২২,২৪,৯৯৫ জন ই কেওয়াইসি-এর জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ২২,২৪,৮৭৮টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে, ৩৬টি বাতিল হয়েছে, ৮১টি এখনও প্রক্রিয়াধীন এবং ৫৭২টি 'ডেলিভার্ড' হিসেবে চিহ্নিত। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক স্পষ্ট করেছেন, ত্রিপুরায় পিভিসি কার্ড বিতরণ প্রযোজ্য নয়, কারণ রাজ্যে এখনও কোনও ডেলিভারি এজেন্সি নিযুক্ত হয়নি।

পিভিটিজি (বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ উপজাতীয় গোষ্ঠী) বিভাগে ত্রিপুরায় ১২,৪৪৪টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মোট ৩৭, ৯৫০ জন রয়েছেন। এর মধ্যে ১৩,৯৫৮ জন আবেদন করেছেন, ১৩,৮৮২টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে এবং ৭৬টি এখনও মুলতুবি রয়েছে।

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়ক কর্মীদের (আশা, এডাব্লিউডাব্লিউ, এডাব্লিউএইচ) ক্ষেত্রে ১৬,৬৫৬টি পরিবারের মোট ৬৩,৯৬৩ জনকে লক্ষ্য করে প্রকল্প চালু রয়েছে। এখানে ৩২,৮৯৭টি আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩২,৮৮৯টি অনুমোদিত, একটি বাতিল এবং সাতটি আবেদন প্রক্রিয়াধীন।

বিওসিডাব্লিউ (ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক) বিভাগের অধীনে ৩৫,০৪৮টি পরিবারের ১,৪১,১৪৮ জন উপভোক্তা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। এই বিভাগে ৮৫,৯৭৮টি আবেদন জমা পড়ে, যার মধ্যে ৮৫, ৯৫২টি অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৬টি এখনও বিচারাধীন।

এদিকে, ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় মোট ৫০,৭৭৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৫০, ৭৭০টি অনুমোদিত হয়েছে এবং মাত্র তিনটি আবেদন মুলতুবি রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, এই পরিসংখ্যান রাজ্যে প্রবীণ নাগরিকদের প্রায় সর্বজনীন কভারেজ নিশ্চিত হওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran.pmd 1 15-02-2026, 00:30

মহাশিবরাত্রীকে কেন্দ্র চলছে জোড় প্রস্তুতি।

চুরাইবাড়িতে অবৈধ পাথর ক্রেশার বন্ধে প্রশাসনের অভিযান, ৫২টি সিল নথি যাচাই চলছে আরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অবৈধ পাথর ভাঙার ক্রেশারগুলিকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও ভোগান্তির অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিয়মবহির্ভূতভাবে পরিচালিত এসব ক্রেশারের ফলে পরিবেশ দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর পড়ছে গুরুতর প্রভাবএমন অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই প্রশাসনিক তৎপরতা চোখে পড়ার মতো বেড়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্রেশারগুলি চালু থাকলে তীব্র শব্দে আশপাশের পরিবেশ কার্যত বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। দিনরাত বিকট শব্দে শিশু থেকে প্রবীণসকলেই মানসিক চাপ ও শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। পাশাপাশি পাথর ভাঙার সময় বিপুল পরিমাণ ধুলো বাতাসে মিশে শ্বাসকষ্ট, কাশি ও অ্যালার্জির সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে।

চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘদিন অতিরিক্ত শব্দ ও ধুলাবালির সংস্পর্শে থাকলে কানের সমস্যা, শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা এমনকি দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসজনিত রোগের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে এলাকায় শিশু ও প্রবীণদের মধ্যে অসুস্থতার প্রবণতা বাড়ার অভিযোগ উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, উত্তর জেলা প্রশাসন এবং ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় ব্যাপক তদন্ত অভিযান। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, মোট ১০৩টি পাথর ক্রেশারের মালিকদের বৈধ নথিপত্র প্রদর্শনের জন্য নোটিশ জারি করা হয়। তদন্তে দেখা যায়, অধিকাংশ মালিকই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। এরপর গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রথম দফায় ২৫টি এবং পরবর্তীতে আরও ২৭টিমোট ৫২টি অবৈধ পাথর ক্রেশার সিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাকি ক্রেশারগুলির নথিপত্র যাচাই প্রক্রিয়া এখনও চলমান। অনিয়ম প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রশাসন যদি আরও আগে পদক্ষেপ নিত, তবে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়েছে তা অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব হতো। তাদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের পরই প্রশাসনিক তৎপরতা দৃশ্যমান হয়েছে। বর্তমানে এলাকাবাসীর প্রত্যাশা, এই অভিযান যেন সাময়িক পদক্ষেপে সীমাবদ্ধ না থেকে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ সুগম করে। অবৈধ পাথর কেশারের বিরুদ্ধে নিয়মিত নজরদারি ও আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন চুরাইবাড়ির বাসিন্দারা।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে: যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ফেব্রুয়ারি: বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। ভাষা এবং সংস্কৃতির শুধু সংরক্ষণই নয় এগুলিকে কিভাবে আরও সমৃদ্ধ করা যায় সেই দিকেও সরকার নজর রেখে চলেছে। আজ আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে বিষুংপ্রিয়া মণিপুরীর ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, যেকোন ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ পায় সেই সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব সবার। শুধুমাত্র সরকারি প্রচেষ্টাতেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি বিষুংপ্রিয়া মণিপুরী অংশের লোকজনদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভাষা শহীদ সুদেষ্ণা সিনহার প্রতিও শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা আনন্দহরি জমাতিয়া বলেন, বিদ্যালয়স্তরে মণিপুরী ভাষার প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ডা. অশোক সিনহা, রাজ্যের বিষুংপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তথা কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ বিষুংপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ৭টি বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন এবং এই বইগুলির লেখক লেখিকাদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিষুংপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিষুংপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা দুপুরে মুক্তধারার সামনে থেকে বের হয়ে বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে মিলিত হয়।

জিবিসি হাসপাতালে অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের সাফল্য, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলার সফল হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাফল্যের সঙ্গে একের পর এক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে নানা জটিল রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীদের সুস্থ করে তুলছেন। সম্প্রতি এমনই এক জটিল সমস্যায় আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করে তুললেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্ট-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ।

সিপাহীজলা জেলার মেলাঘরের কুমারিয়া কোচার এলাকার ৩৩ বছর বয়সী এক মহিলা গত প্রায় ১০ বছর ধরে হিপ জয়েন্টের তীব্র ব্যথায় ভুগছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা করেও স্বায়ী সমাধান হয়নি। ফলে তাঁর দুই পা ধনুকের মতো বেঁকে যায় এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে বসতে বা হটিতে পারতেন না। গত ২৯ জুলাই ২০২৫ তিনি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের দুই নং ইউনিট এর তত্ত্বাবধানে ভর্তি হন। জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক্স চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষ রিয়াং মহিলার প্রযোজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ও চিকিৎসা শুরু করেন। এরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক্স চিকিৎসক ডাঃ রিয়াং মহিলার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ১৩ আগস্ট ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ দুই ধাপে তাঁর বাম দিকের হিপ জমেন্টে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর তিনি প্রায় একমাস হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি থাকার পর গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রথমবারের মতো ছুটি পান। পরবর্তী সময়ে গত ৪ নভেম্বর ২০২৫ ডান দিকের হিপ জয়েন্টের অস্ত্রোপচারের জন্য পুনরায় মহিলাকে ভর্তি করা হয়। এরপর গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ মহিলার ডান দিকের হিপ জয়েন্টে সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর আবার মহিলাকে হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি রাখা হয় এবং গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে মহিলার দুই দিকেই হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের পর তিনি সম্পূর্ণ সুপ্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি এখন নিজে নিজেই হটিতে ও বসতে পারছেন। এই জটিল অস্ত্রোপচারে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক্স চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষ রিয়াং এর সাথে ছিলেন ডাঃ সরজিৎ দেববর্মা, ডাঃ পুলক সাহা ও ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ। অ্যানেস্তেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার ও ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য। ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সানি দেবনাথ ও অরূপ চৌধুরী। উল্লেখ, মহিলা আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই জটিল অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করেছেন। দীর্ঘ ১০ বছরের শারীরিক কষ্ট কাঁটিয়ে মহিলা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সক্ষম হয়েছেন। এই সফল হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত। হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান ও নার্সিং স্টাফদের সম্মিলিত নিষ্ঠা ও দক্ষতার ফলেই এই জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য মহিলা ও তাঁর পরিবার-পরিজনেরা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ত্রিপুরায় আয়ুষ্মান কার্ডে রেকর্ড অনুমোদন, প্রায় শতভাগ কভারেজ

অভিজিৎ নাথ, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি-পিএমজে এওয়াই)-এর আওতায় গত পাঁচ বছরে, অর্থাৎ এপ্রিল ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশজুড়ে প্রায় ৩৫.৬৯ কোটি আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি হাসপাতালে মোট ৫.৭৭ কোটি চিকিৎসা ভর্তি অনুমোদিত হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। এই তথ্য বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা-য় লিখিত উত্তরের মাধ্যমে জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাধব।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত এবি-পিএমজেএওয়াই-এর অধীনে মোট ২২,২৪,৯৯৫ জন ই কেওয়াইসি-এর জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ২২,২৪, ৮৭৮টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে, ৩৬টি বাতিল হয়েছে, ৮১টি এখনও প্রক্রিয়াধীন এবং ৫৭২টি 'ডেলিভার্ড' হিসেবে চিহ্নিত। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক স্পষ্ট করেছেন, ত্রিপুরায় পিভিসি কার্ড বিতরণ প্রযোজ্য নয়, কারণ রাজ্যে এখনও কোনও ডেলিভারি এজেন্সি নিযুক্ত হয়নি।

পিভিটিজি (বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ উপজাতীয় গোষ্ঠী) বিভাগে ত্রিপুরায় ১২,৪৪৪টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মোট ৩৭,৯৫০ জন রয়েছেন। এর মধ্যে ১৩,৯৫৮ জন আবেদন করেছেন, ১৩,৮৮২টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে এবং ৭৬টি এখনও মুলতুবি রয়েছে।

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়ক কর্মীদের (আশা, এডাব্লিউডাব্লিউ, এডাব্লিউএইচ) ক্ষেত্রে ১৬,৬৫৬টি পরিবারের মোট ৬৩,৯৬৩ জনকে লক্ষ্য করে প্রকল্প চালু রয়েছে। এখানে ৩২,৮৯৭টি আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩২,৮৮৯টি অনুমোদিত, একটি বাতিল এবং সাতটি আবেদন প্রক্রিয়াধীন।

বিওসিডাব্লিউ (ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক) বিভাগের অধীনে ৩৫,০৪৮টি পরিবারের ১,৪১, ১৪৮ জন উপভোক্তা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। এই বিভাগে ৮৫, ৯৭৮টি আবেদন জমা পড়ে, যার মধ্যে ৮৫,৯৫২টি অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৬টি এখনও বিচারাধীন।

এদিকে, ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় মোট ৫০,৭৭৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৫০,৭৭০টি অনুমোদিত হয়েছে এবং মাত্র তিনটি আবেদন মুলতুবি রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, এই পরিসংখ্যান রাজ্যে প্রবীণ নাগরিকদের প্রায় সর্বজনীন কভারেজ নিশ্চিত হওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দুদিনব্যাপী সন্ধ্যাযজ্ঞ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মোহনপুরে

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দুদিনব্যাপী সন্ধ্যাযজ্ঞ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দির কালিকামুড়া সিধাই মোহনপুরে। মোহনপুর বিধানসভার পূর্বপাড়া কালিকামুড়া আমগাছিয়া এলাকা স্থিত নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দিরে মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি দুই দিন ব্যাপী সন্ধ্যাযজ্ঞ ও মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় হনুমান ভক্ত সুব্রত সরকার।

জানা যায়, হনুমান ভক্ত এই সুব্রত সরকার নিজের উদ্যোগে এই হনুমান মন্দিরটি স্থাপন করেন এবং এই মন্দিরের ভবিষ্যত নিয়ে রয়েছে উনার সুদূর ভক্তি এবং তার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।তিনি বলেন, স্থানীয় সনাতনী মানুষের স্বার্থে উনার এই পদক্ষেপ এবং তিনি তার সূচনা করেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন যাতে করে এই মন্দির আগামীদিনে বৃহৎ আকারে প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং মানুষ ঠাকুরের নিকট তাদের ভক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

জানা যায়, মন্দিরের জমিও তিনি নিজেই দান করেন এবং বর্তমানে তিনি নিজেই পূজার্চনা করেন।উনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এলাকার সকল স্তরের সনাতনী ধর্মপ্রাণ মানুষ।পাশাপাশি তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ জানান।মোহনপুর বিধানসভার কালিকামুড়া গ্রামের আমগাছিয় পূর্বপাড়ায় এলাকায় মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে এই নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দির।

অমরপুর-তেলিয়ামুড়া সড়কের পাশে কৃষিজমিতে জলাবদ্ধতা, ক্ষতিপূরণ সহ সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

আগরতলা, ১৪ফেব্রুয়ারি: অমরপুর-তেলিয়ামুড়া যাবার মূল সড়কে নবনির্মিত ব্রিজের নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি দীর্ঘদিন ধরে জলের নিচে তলিয়ে রয়েছে। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও স্থায়ী সমাধান না মেলায় আজ বামপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধে বসেন স্থানীয় বাসিন্দারা।অবরোধকারীদের অভিযোগ, প্রায় ২০ দিন ধরে এলাকার প্রায় ১০০ কানি কৃষিজমি জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সম্প্রতি নির্মিত ব্রিজে যথাযথ ড্রেনেজ বা নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে জল সরাসরি কৃষিজমিতে জমা হয়ে থাকছে। ফলে চাষের জমিতে লাগানো ফসল নষ্ট হয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা।ক্ষুব্ধ কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তারা।এদিকে রাস্তা অবরোধের জেরে অমরপুর-তেলিয়ামুড়া সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। দূরপাল্লার যানবাহন থেকে শুরু করে ছোট-বড় যাত্রীবাহী গাড়ি রাস্তায় আটকে পড়ে, ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন দাবি আদায়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গণধর্নায় বসবেন কমিউনিটি হেলথ গাইড কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ফেব্রুয়ারি: বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় দুই ঘণ্টার গণধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিল কমিউনিটি হেলথ গাইড কর্মচারী ঐক্য মঞ্চ। এদিন আগরতলা সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কর্মসূচি পালন করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এই কর্মসূচি উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরেই কমিউনিটি হেলথ গাইড কর্মীরা নানাভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। সরকারের কাছে একাধিকবার দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সেগুলির সুরাহা হয়নি।

সংগঠনের বক্তব্য, ন্যায্য দাবি পূরণের আশ্বাস মিললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা আন্দোলনের পথে হাঁটছেন। ২৩ ফেব্রুয়ারির গণধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সকল কর্মীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা: ধর্মনগরে সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ফেব্রুয়ারি: আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশন (দশম শ্রেণি) পরীক্ষা এবং সিনিয়র সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষা ধর্মনগরের বীরবিক্রম ইন্সটিটিউশনে শুরু হবে। চলবে আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এই পরীক্ষাপর্ব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ধর্মনগরের মহকুমা শাসক পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশ এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ১৬৩ ধারা অনুযায়ী মহকুমা শাসক এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।এই বিধিনিষেধ শুধুমাত্র পরীক্ষার দিন ও পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বলবৎ থাকবে।

এই আদেশ অনুসারে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশ এলাকায় চার বা তার বেশি লোকজন একসাথে চলাচল করতে পারবেন না। অনুমতি ছাড়া কোনও প্রকার মিছিল, র‍্যালি, যানবাহন নিয়ে র‍্যালি, বক্তৃতা, স্লোগান ইত্যাদি করা যাবে না। ২টির বেশি যানবাহন একসাথে চলাচল করতে পারবে না।

হাতে করে বা যানবাহনে অস্ত্র, লাঠি ইত্যাদি বহন করা যাবে না। কোনও প্রকার লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না। আদেশে উল্লেখ রয়েছে, এই বিধিনিষেধ পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মী, পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, পরীক্ষার্থী, নিরাপত্তা কর্মী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক, উপস্থিত মন্ত্রী সুধাংশু দাস

বিলোনিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের মৎস্য, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস-এর পৌরহিত্যে শুক্রবার বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈঠকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি, স্থানীয় বিধায়কবৃন্দ, পুরপরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, সংশ্লিষ্ট তিনটি দপ্তরের জন্য যে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, তার কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কোন কোন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছেসেসব বিষয় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি যে প্রকল্পগুলি এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে বা বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে, তার কারণ খতিয়ে দেখা হবে। উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে কোথায় ঘাটতি রয়েছে তাও চিহ্নিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে মাছ, মাংস, ডিম ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তপশিলি জাতি উন্নয়ন দপ্তরের আওতায় তপশিলিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য যে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, তা সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা, তারও তদারকি করা হবে।

এছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সমস্ত আর্থিক অনুদান ও ফান্ড যাতে যথাযথভাবে এবং কার্যকরভাবে ব্যয় হয়, সে বিষয়েও বিশেষ নজরদারি চালানো হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি রাজভবন অভিযানের ডাক, খোয়াইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় রাজভবন অভিযানের কর্মসূচিকে সামনে রেখে খোয়াইয়ের কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। সম্মেলনে জানানো হয়, রেগার নামকরণ পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট আইনি সংশোধনের বিরুদ্ধে এই রাজভবন অভিযান সংগঠিত করা হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা জানান, কর্মসূচির রূপরেখা চূড়ান্ত করতেই এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

মহাশিবরাত্রীকে কেন্দ্র করে বাজারে এসে গেল বেল।

সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমায় তামিলনাড়ুতে ডিজিপি নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের শুরু

চেন্নাই, ১৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : তামিলনাড়ুতে পুলিশের মহানির্দেশক(ডিজিপি) ও হেড অব পুলিশ ফোর্স (এইচওপিএফ)-র স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া আবারও শুরু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, তিন সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

চেন্নাইয়ের আবেদনকারী কিশোর কে. স্বামীর দায়ের করা আদালত অবমাননার মামলার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে শীর্ষ আদালত এই নির্দেশ দেয়। তাঁর অভিযোগ ছিল, নিয়মিত ডিজিপি নিয়োগে আদালতের নির্ধারিত নির্দেশিকা মানেনি রাজ্য সরকার। আদালতের নির্দেশ মেনে শীর্ষ প্রশাসনিক মহলে ফের বৈঠক শুরু হয়েছে। যোগ্য ডিজিপি-স্তরের আধিকারিকদের একটি নতুন প্যানেল চূড়ান্ত করে তা ইউপিএসসি-র কাছে পাঠানো হবে।

প্রকাশ সিং মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী, রাজ্য সরকারকে যোগ্য আধিকারিকদের একটি প্যানেল ইউপিএসসি-র কাছে পাঠাতে হয়। সেখান থেকে তিনজনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হয়। ওই তালিকা থেকে একজনকে ডিজিপি/এইচওপিএফ হিসেবে নিয়োগ করে রাজ্য, এবং তাঁকে অবসরের তারিখ নির্বিশেষে ন্যূনতম দু'বছরের মেয়াদ দিতে হয়।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকার তাদের প্যানেল পাঠাবে। এরপর দুই সপ্তাহের মধ্যে ইউপিএসসি চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করবে। জ্যেষ্ঠতার নিরিখে সীমা আগরওয়াল, রাজীব কুমার এবং সন্দীপ রাই রাঠোর শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে তামিলনাড়ু যোগ্য আধিকারিকদের তালিকা পাঠালে ইউপিএসসি এই তিনজনের নাম শর্টলিস্ট করেছিল। তবে সেই সময় রাজ্য সরকার কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং জি. বেঙ্কটরামনকে ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি হিসেবে বহাল রাখে।

২২ অক্টোবর আইনমন্ত্রী এস. রঘুপতি প্রকাশ্যে জানান, ইউপিএসসি সুপারিশ করা তিনটি নাম রাজ্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর অভিযোগ ছিল, এমপ্যানেলমেন্ট প্রক্রিয়ায় কেন্দ্র সরকার তামিলনাড়ুর মতামত উপেক্ষা করেছে।

রাজ্যে অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ডিজিপি-স্তরের আধিকারিকদের মধ্যেও কে. বান্নিয়াপেরুমাল, মহেশ কুমার আগরওয়াল, ভিনীত দেব ওয়াঙ্খহেড়ে, সঞ্জয় মাথুর, এস. ডেভিডসন দেবাসির্ভাথম, সন্দীপ মিত্তল এবং বালা নাগা দেবীর নাম রয়েছে।সূত্রের দাবি, শীর্ষ তিন আধিকারিকের যোগ্যতার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন হয়নি। সাধারণত ন্যূনতম ছয় মাসের অবশিষ্ট পরিষেবা প্রয়োজন হলেও, তা শূন্যপদের সৃষ্টির তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে গণনা করা হয়। ফলে কয়েকজন আধিকারিক এখনও বিবেচনায় থাকতে পারেন।রাজ্য সরকার ইউপিএসসি-র সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম মেনেই প্যানেল চূড়ান্ত করে পাঠাবে বলে প্রশাসনিক মহল সূত্রে জানা গিয়েছে।

অজিত পওয়ারের মৃত্যু: নির্দিষ্ট সময়সীমায় আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে স্বাধীন তদন্তের দাবি রোহিত পওয়ারের

মুম্বই, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের মৃত্যুকে ঘিরে বিমান দুর্ঘটনার ঘটনায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্বচ্ছ ও স্বাধীন তদন্তের দাবি জানালেন এনসিপি-এসপি বিধায়ক রোহিত পওয়ার। শনিবার তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে চিঠি দিয়ে বারামতির কাছে ২৮ জানুয়ারি ঘটে যাওয়া লিয়ারজেট-৪৫ দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আর্জি জানান।

চিঠিতে রোহিত পওয়ার একাধিক ''উদ্বেগজনক অসঙ্গতি'' ও নিরাপত্তা ত্রুটির কথা উল্লেখ করে দাবি করেন, বারামতির কাছে এই দুর্ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নাও হতে পারে।

তিনি জানান, ভিএসআর ভেঞ্চার্স পরিচালিত বোম্বার্ডিয়ার লিয়ারজেট - ৪৫ (ভিটি-এসএসকে) বিমানের শেষ মুহূর্তে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, নির্ধারিত দুই পাইলটকে শেষ মুহূর্তে বদলি করা হয়, কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল 'ট্রাফিক বিলম্ব'। এতে বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং ও ডিউটি নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট পাইলটের আচরণ, প্রযুক্তিগত ত্রুটি, ট্রান্সপন্ডার সিগন্যাল হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ইজিপিডব্লিউএস (উন্নত স্থল প্রক্সিমিটি সতর্কীকরণ ব্যবস্থা) সতর্কবার্তার অনুপস্থিতির বিষয়ও উল্লেখ করেন তিনি। একই অপারেটর ২০২৩ সালে মুম্বই বিমানবন্দরে একটি গুরুতর দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলেও দাবি করেন রোহিত।

রোহিত পওয়ার আরও বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিমান চলাচল সুরক্ষা সংস্থা (ইএএসএ) ২০২৪ সালে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট অপারেটরের অনুমোদন বাতিল করেছিল। তাঁর দাবি, এই তথ্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তা গুরুত্ব পায়নি।

কম দৃশ্যমানতার মধ্যেও পাইলট রানওয়ে ১১-তেই নামার ওপর জোর দেন, যা একটি টেবলটপ রানওয়ে। রানওয়ে ২৯ তুলনামূলক নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও তা ব্যবহার করা হয়নি বলে অভিযোগ।

রোহিত পওয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তর (ডিজিসিএ) এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে ভিএসআর-এর সব বিমান ও অ্যারো এয়ারক্রাফট সেলসকে গ্রাউন্ড করার দাবি জানান। পাশাপাশি তিনি ফ্রান্সের ব্যুরো অব এনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যানালিসিস ফর সিভিল এভিয়েশন সেফটি বা ব্রিটেনের এয়ার অ্যাক্সিডেন্টস ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তদন্তে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। প্রয়াত অজিত পওয়ারের পরিবারের সদস্য এবং রাজ্যের সাংসদ-বিধায়কদের নিয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠনের দাবিও তোলেন তিনি।রোহিত পওয়ার বলেন, মহারাষ্ট্র এক জননেতাকে হারিয়েছে, যিনি জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যদি অপারেটরদের গুরুতর গাফিলতি পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে খতিয়ে না দেখা হয়, তবে অন্যান্য নেতা ও সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়বে।

একই সঙ্গে তিনি সামাজিক মাধ্যমে নিজের দাবির কথা তুলে ধরেন। এক্সে পোস্ট করে জানান, এই দুর্ঘটনা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে এবং সেগুলি সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী এবং ডিজিসিএ-র সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। তাই বিস্তারিত উপস্থাপনা-সহ সমস্ত তথ্য ইমেল মারফত পাঠানো হয়েছে।তাঁর অভিযোগ, তদন্ত কিছুটা গতি পেলেও প্রত্যাশিত গতিতে এগোচ্ছে না। সংসদ অধিবেশনের ব্যস্ততার কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সময় দিতে না পারলেও ডিজিসিএ কেন সময় দেয়নি, তা স্পষ্ট নয়। ক্ষমতায় না থাকলেও তাঁরা নিজেদের মতো করে বিষয়টি অনুসরণ করছেন এবং রাজ্য সরকারও একইভাবে পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জেল থেকে মুক্তির পর বিহারে কন্যাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পাপ্পু যাদব

পাটনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : সাতদিন কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে বিহারের পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব পাটনায় নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত করলেন। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, বিহারে আদৌ কি কন্যারা নিরাপদ? পাশাপাশি, সত্য বলার কণ্ঠস্বর দমন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পাপ্পু যাদব প্রশ্ন তোলেন, তাঁর কারাবাসের সময় কন্যাদের নিখোঁজ হওয়া ও নৃশংস অপরাধের ঘটনায় কেন রাজনৈতিক মহলে নীরবতা দেখা গিয়েছিল। তীব্র সুরে তিনি বলেন, আমি জেলে থাকাকালীন কেউ কেন মুখ খোলেননি? এটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই নয়, এটা বিহারের কন্যাদের লড়াই।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে 'নোংরা রাজনীতি' আখ্যা দিয়ে সাংসদ অভিযোগ করেন, যারা আপস করে তারা টিকে থাকে, আর যারা সত্য কথা বলে তাদের টার্গেট করা হয়। তিনি পরোক্ষে সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও প্রশ্নের মুখে তোলেন, দাবি করেন ন্যায় ও সত্যকে চাপা দেওয়া হচ্ছে।

পাপ্পু যাদব পাটনা পশ্চিমের পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ তোলেন। যদিও তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি, তবে শীঘ্রই পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে আনবেন বলে দাবি করেন। উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর 'অপরাধীদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে' মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ভালো কথা। কিন্তু অপরাধকে জাতপাতের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। অপরাধীর কোনও জাত হয় না।কারাবাসের সময় পাশে থাকার জন্য তিনি রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা, দিগ্বিজয় সিং, জিতেন রাম মাঁঝি, শিবানন্দ তিওয়ারি এবং মুকেশ সাহানি-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, একাধিক চাঞ্চল্যকর খুনের মামলা ও ভুয়ো এনকাউন্টার সংক্রান্ত বড়সড় তথ্য প্রকাশ করতে পারেন। প্রয়োজনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান তিনি।নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে পাপ্পু যাদব বলেন, কন্যাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন হলে আমি শতবার মরতেও প্রস্তুত, কিন্তু সত্য বলা বন্ধ করব না। তাঁর এই বিস্ফোরক মন্তব্য ও অভিযোগে বিহারের রাজনৈতিক মহলে ফের উত্তাপ ছড়িয়েছে। আগামী দিনে মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যু রাজ্যের রাজনীতিতে বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে কি না, সেটাই এখন দেখার।

হিসারে অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসকের মৃত্যু: রিপোর্ট তলব করল হরিয়ানা মানবাধিকার কমিশন

চণ্ডীগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : হিসারের একটি বিশ্ববিদ্যালয় কক্ষে তরুণী চিকিৎসককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে কড়া অবস্থান নিল হরিয়ানা মানবাধিকার কমিশন। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ায় কোনও আপস বরদাস্ত করা হবে না।

মৃতার মা গায়েত্রী যাদব কমিশনে দায়ের করা অভিযোগে জানান, ২০২৫ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি খবর পান যে উদেশ কুমার নামে এক ব্যক্তি তাঁর মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের হয়। তবে অভিযোগকারিণীর দাবি, পুলিশ অভিযুক্তের সঙ্গে যোগসাজশ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি কমিশনের কাছে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কমিশনের সদস্য দীপ ভাটিয়া পূর্বেই একটি নতুন স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে মামলাটি গুরগাঁওয়ের ভোঁডসিতে অবস্থিত রাজ্য ক্রাইম ব্রাঞ্চে হস্তান্তর করা হয়। তদন্ত চলাকালীন ১২ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে ২৯ ডিসেম্বর মামলার নথি পঞ্চকুলায় রাজ্য পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ করা হয় এবং ১২ জানুয়ারি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়। তবে কমিশনের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কেবলমাত্র প্রক্রিয়াগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেই কমিশন সন্তুষ্ট হবে না।

কমিশনের সহকারী রেজিস্ট্রার পুনীত অরোরা জানান, তদন্তের ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে আগামী ৬ এপ্রিল শুনানির দিনে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসআইআর-র নথিপত্রের অজুহাতে যুবককে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করার অভিযোগে বিএলও গ্রেফতার

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এক ভয়াবহ ঘটনায় জনমনে ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সম্পর্কিত নথি জমা দেওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে ৩৬ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে খুন করে তার দেহ টুকরো টুকরো করে খালে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ শনিবার জানিয়েছে, বাদুড়িয়াতে সংঘটিত এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একজন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং ব্যাপক তল্লাশি অভিযানের পর শুক্রবার রাতে খাল থেকে মৃত ব্যক্তির দেহের কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে, নিহত ব্যক্তির মাথা এখনও পাওয়া যায়নি। নিহত যুবকের নাম নাসির আলী (৩৬), তিনি বাদুড়িয়ার পাপিলার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বিএলও-র নাম রিজওয়ান হাসান মণ্ডল ওরফে মন্টু। তিনি বাদুড়িয়া এলাকার পাপিলার ২২ নম্বর বুথের বিএলও। আরেক অভিযুক্ত সাগর গাইনকেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে নাসির নিখোঁজ ছিলেন। তার পরিবার জানিয়েছে, সেই সন্ধ্যায় একজন ব্যক্তি নিজেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার (এআরও) হিসেবে পরিচয় দিয়ে ফোন করেছিলেন, যেখানে তিনি তাকে এসআইআর সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে তার আধার এবং ভোটার পরিচয়পত্রের ফটোকপি সহ জরুরিভাবে বিএলওর সাথে দেখা করতে বলেছিলেন।

ফোন পাওয়ার পর নাসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান কিন্তু ফিরে আসেননি। পরিবারের সদস্যরা তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরে বাদুড়িয়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

পরের দিন ছাতরা এলাকার একটি খাল থেকে নাসিরের মোটরসাইকেল এবং জুতা উদ্ধার করা হয়, কিন্তু তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তদন্ত এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ রিজওয়ান এবং সাগর গাইনকে গ্রেপ্তার করে। উভয়কেই বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে তাদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ বাদুড়িয়া এলাকার বিভিন্ন সেতুর নীচে এবং খালের ধারে তল্লাশি চালিয়েছে। তাতে একটি খাল থেকে তিনটি পৃথক ব্যাগে বস্তাবন্দী নাসিরের দেহের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পিছনের উদ্দেশ্য এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নাসিরের স্ত্রী বিউটি খাতুন বিবি স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেন, তার স্বামীর কারও সাথে কোনও শত্রুতা ছিল না। রিজওয়ান আমার স্বামীর বন্ধু ছিল। আমি তাকে আমার স্বামীর বন্ধু হিসেবে জানতাম। যারা তাকে নৃশংস খুন করেছে তাদের কঠোর শাস্তি চাই, তিনি বলেন। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং অবশিষ্ট দেহের অংশগুলি উদ্ধারের জন্য আরও তদন্ত চলছে।

আমেরিকার সাথে বাণিজ্য চুক্তি ভারতের 'টেক্সটাইল শিল্প ধ্বংস করবে', দাবি রাহুল গান্ধীর, বিতর্কে চ্যালেঞ্জ বিজেপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি দাবি করেন, এই চুক্তি ভারতের বস্ত্রশিল্প এবং তুলো চাষিদের ''ধ্বংস'' করে দেবে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করা বার্তায় রাহুল গান্ধী বলেন, ভারতের টেক্সটাইল সেক্টর ৫ কোটি পরিবারকে কর্মসংস্থান দেয়। নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা চুক্তি ভারতের টেক্সটাইল শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি এটা জানেন, গোটা দেশ জানে।

তিনি অভিযোগ করেন, এই চুক্তির শুল্ক কাঠামো ভারতের জন্য অসুবিধাজনক। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ শূন্য শতাংশ শুল্কে সুবিধা পায়, যেখানে ভারতের ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য। ''এর ফলে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প ভারতের বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করবে, '' বলেন তিনি।

এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে রাহুল বলেন, আমেরিকা থেকে তুলো আমদানি করলে একই সুবিধা পাওয়া যাবে, এই যুক্তি ভ্রান্ত। তাঁর কথায়, আমাদের তুলো বাংলাদেশে যায়, আমাদের তুলোই ভারতের মিল চালায়। আমরা যদি বাংলাদেশ রুট বেছে নিই, আমাদের তুলো চাষি ও তুলো শিল্প ধ্বংস হবে। আর যদি না নিই, টেক্সটাইল শিল্প ধ্বংস হবে। পীযূষ গোয়েলকে মিথ্যা বলা উচিত নয়। তাই আমি একে আত্মসমর্পণ বলছি।

তিনি আরও দাবি করেন, সরকার অনুমান করতে পারেনি যে বাংলাদেশ ভারত থেকে তুলো আমদানি বন্ধ করে আমেরিকা থেকে কেনা শুরু করতে পারে। তুলো চাষ ও বস্ত্র উৎপাদনকে দেশের জীবিকার ''মেরুদণ্ড'' আখ্যা দিয়ে রাহুল বলেন, এই ক্ষেত্রগুলিকে দুর্বল করা মানে লক্ষ লক্ষ পরিবারকে বেকারত্ব ও আর্থিক সঙ্কটে ঠেলে দেওয়া।

রাহুলের এই মন্তব্যের কড়া জবাব দেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নেতা ভ্রান্ত তথ্য ছড়াচ্ছেন এবং প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। দুবের প্রশ্ন, ভারতের বস্ত্রশিল্পে আমেরিকান তুলোর প্রকৃত প্রয়োজন কত, দেশীয় উৎপাদন বনাম আমদানির পরিমাণ কত, তুলো চাষি ও মিলগুলির বর্তমান অবস্থা কী। পাশাপাশি তিনি রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের সঙ্গে ''নকশাল আন্দোলন'' ও বিদেশি ব্যক্তিত্ব জর্জ সোরোসের নাম জড়িয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। এক্স-এ পোস্ট করে দুবে লেখেন, তুলো চাষ, টেক্সটাইলের প্রয়োজন, উৎপাদন কত, বড় মিথ্যা বলছেন। যে কোনও মঞ্চে বিতর্কে আসুন।

এই চ্যালেঞ্জ এমন সময় এল, যখন লোকসভায় নিশিকান্ত দুবে সম্প্রতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণ ও দেশবিরোধী যোগের অভিযোগ তুলে অযোগ্য ঘোষণার প্রস্তাব এনেছেন। তিনি ১৯৭৮ সালের নজির টেনে ইন্দিরা গান্ধীর সংসদ থেকে বহিষ্কারের ঘটনাও উল্লেখ করেন। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আগামী দিনে এই ইস্যু সংসদ ও জনমনে আরও বড় বিতর্কের রূপ নেয় কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

বিএনপির জয়ে সৃষ্টি নতুন আশা স্থিতিশীলতা, সংস্কার ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ আশা জনগণের

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির জয়ের পর পুরো দেশে নাগরিকদের মধ্যে নতুন আশা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি শেষে বাংলাদেশ যেন শান্তির এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন তারা।

২০২৪ সালে ছাত্রনেতৃক আন্দোলনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেছে। ওই আন্দোলনের প্রভাবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের সরকার পতন হয়।

আইএএনএস-কে দেওয়া বক্তব্যে বেশ কয়েকজন নাগরিক বলেন, নতুন সরকার স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেবে বলে আশা রয়েছে।

একজন স্থানীয় নাগরিক বলেন, আইন ও শৃঙ্খলা প্রথম অগ্রাধিকার। যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সবকিছু ঠিক হবে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়, কারণ এর আগে ১৬ বছর ধরে ভাঙা প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতি সবকিছু চলছিল। এই জয় দেশের পক্ষ থেকে একটি ভালো বার্তা। আরেকজন বলেন, বিএনপি এখন ক্ষমতায় আসবে। আমরা আশা করি তারা দেশের জন্য ভালো কাজ করবেন এবং পরিস্থিতি উন্নত করবেন। কিছু নাগরিক দলের রাজনীতির বাইরে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতেও মন্তব্য করেছেন।

একজন বলেন, কোনো দেশের সৌন্দর্য্য সবসময় নির্ভর করে কোন দল ক্ষমতায় আছে তার ওপর নয়। দেশের মানুষ যে সংস্কৃতির অংশ, সেটিই মূল। আমাদের এখানে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আছে, এটি কোনো দলের উপর নির্ভরশীল নয়। সাংস্কৃতিক পরিচয়ই যে কোনো দেশের মূল বিষয়।

নাগরিকদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বাধীনচেতা সরকারের প্রত্যাশাও উচ্চ। একজন বলেন, বিএনপিকে অভিনন্দন। আমরা আশা করি তারা দেশের নেতৃত্বে মৌলিক নীতি বজায় রাখবেন, সকলের সঙ্গে কাজ করবেন।

স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতার দাবিও প্রকাশ পেয়েছে। একজন নাগরিক বলেন, আমরা চাই বাংলাদেশ স্বাধীনতা সচেতন হোক, স্বাধীনতায় বিশ্বাস রাখুক এবং স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াক। আরেকজন বলেন, আমরা চাই এই দেশ দুর্নীতিমুক্ত হোক; আমরা দুর্নীতি চাই না। আমাদের নতুন সরকার ও নতুন আশা আছে।

নির্বাচনটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে। জুলাই ২০২৪-এর গণ আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ায় মধ্যবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মুহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

নতুন সরকার নির্বাচনের পাশাপাশি সমান্তরাল গণভোটে সংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনেও সমর্থন দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা, দ্বিঘাতীয় সংসদ ব্যবস্থা, এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব শক্তিশালী করা, যা ছাত্রনেতৃক আন্দোলনের মূল দাবি ছিল।

বিএনপি পূর্ববর্তী প্রশাসনকে স্বৈরাচারী নীতি ও নির্বাচনী ত্রুটির অভিযোগে সমালোচনা করেছে এবং তাদের নির্বাচনী সাফল্যকে গণতান্ত্রিক ক্ষমতার জনগণের হাতে ফেরানোর প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এবারের বিজয়ের পর দৃষ্টি এখন দেশের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবন, প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন এবং গত বছরের যুব আন্দোলনে নেতৃত্বে থাকা জেনারেশন জেড-এর প্রত্যাশা পূরণের মতো চ্যালেঞ্জিং প্রশাসনিক এজেন্ডার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

বাংলায় ডিএ সঙ্কট: মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে আদালত অবমাননার নোটিস

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) বকেয়া সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব নন্দিনী গোস্বামী এবং রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্রের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠাল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একটি সংগঠন।

সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের শুরুতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে এবং সর্বোচ্চ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে, অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৬-র মধ্যে মেটাতে হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, বিধিবদ্ধ বেতন কাঠামোর আওতায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা ডিএ পাওয়ার আইনি অধিকারী। সেই প্রেক্ষিতে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারী কনফেডারেশনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও সরকার এখনও পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর বিষয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। সেই কারণেই মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের কাছে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠানো হয়েছে, বলেন তিনি।এছাড়া ৫ ফেব্রুয়ারির নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বকেয়া বাকি অর্থ পরিশোধের সময়সূচি নির্ধারণ করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের কথাও বলেছিল। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের শীর্ষ মহল কার্যত নীরবতা বজায় রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি বিচারাধীন হওয়ায় তিনি এ নিয়ে মন্তব্য করবেন না।তবে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে প্রশ্ন তোলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত যখন স্পষ্ট রায় দিয়েছে, তখন বিষয়টি কীভাবে বিচারাধীন থাকতে পারে। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে রাজ্যের কোষাগার থেকে অবিলম্বে প্রায় ১০ হাজার কোটির কিছু বেশি টাকা ব্যয় হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে তা প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

হ্যানয়-কলকাতা ফ্লাইটে যাত্রী হয়রানির অভিযোগে কলকাতা বিমানবন্দরে ধৃত এক

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) :নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবার হ্যানয় থেকে কলকাতাগামী একটি ফ্লাইটে এক মহিলা সহযাত্রীকে হয়রানি করার অভিযোগে একজন পুরুষ যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, বিহারের বাসিন্দা সন্দেহভাজন যাত্রী মহম্মদ আব্দুর রহমান তার পাশের আসনে বসা মহিলা যাত্রীর প্রতি অবাঞ্ছিত স্পর্শ চালাচ্ছিলেন।

ঘটনাস্থলে অভিযোগ, মহিলা যাত্রী হ্যানয় থেকে প্রাইভেট এয়ারলাইনের একটি ফ্লাইটে কলকাতা আসছিলেন। কলকাতায় অবতরণের সময়, সন্দেহভাজন যাত্রী পাশের আসনে বসা মহিলাকে হয়রানি করতে শুরু করে। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মহিলা যাত্রী বিমানভিতরে চিৎকার করেন। কেবিন ক্রু দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এবং তার নিরাপত্তার জন্য অভিযুক্ত যাত্রীকে অন্য আসনে সরিয়ে দেয়।ফ্লাইট কলকাতায় অবতরণের পর কেবিন ক্রু অভিযুক্তকে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ)-এর কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করে। পরে সিআইএসএফ কর্মকর্তারা তাকে বিমানবন্দর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহিলাকে হয়রানি ও অবমাননার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে বারাকপুর আদালতে তোলা হবে। তদন্ত চলছে।এদিকে, মহিলা যাত্রী বিমানের ভিতরে এই ঘটনায় মানসিকভাবে চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন, যা ফ্লাইটে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এর আগে, একই দিনে কলকাতা বিমানবন্দরে শিলংগামী ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স-এর একটি ফ্লাইটে বোমা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। সকাল ৯.১৫ মিনিটে নির্ধারিত ফ্লাইটটি ল্যান্ডিংয়ের আগে বিমানটির ল্যাভাটরিতে 'বিমানে বোমা আছে' লেখা একটি নোট পাওয়ার পর অবতরণ স্থগিত করা হয়। সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে নামানো হয় এবং বিমানটি সম্পূর্ণ খুঁজে দেখা হয়।নিরাপত্তা সংস্থার চূড়ান্ত অনুমোদনের পর বিমানটি কার্যক্রমের জন্য নিরাপদ ঘোষণা করা হয় এবং পরে বিকেল ১.৩৩ মিনিটে শিলংগামী ফ্লাইটটি রওনা দেয়, জানিয়েছে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আগরতলায় মানবন্ধন।

ব্রহ্মপুত্রের তলদেশে দ্বৈত রেল-সড়ক সুড়ঙ্গের অনুমোদন, প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীর তলদেশে ভারতের প্রথম দ্বৈত টিউব রেল-সড়ক সুড়ঙ্গ নির্মাণ অনুমোদিত হয়েছে। প্রায় ১৮,৬৬২ কোটি টাকার এই প্রকল্পকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ''ঐতিহাসিক মাইলফলক'' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শনিবার এক্স-এ লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৩৩.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের করিডোরের জন্য, যা গোহপুর থেকে নুমালিগড় পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর মধ্যে রয়েছে ১৫.৭৯ কিমি দীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র নদীর তলদেশের সুড়ঙ্গ। অনুমোদিত খরচ প্রায় ১৮,৬৬২ কোটি টাকা।২০২১ সালে প্রথমবারের মতো স্বপ্নে দেখা এই দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প সমাপ্ত হলে নুমালিগড় ও গোহপুরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ২৪০ কিমি থেকে কমে মাত্র ৩৪ কিমি হবে। যাত্রার সময়, যা বর্তমানে প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগে, তা প্রায় ৯৫ শতাংশ কমে প্রায় ২০ মিনিটে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পটি পণ্য পরিবহনকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, লজিস্টিক কার্যকারিতা উন্নত করবে এবং পরিবহন খরচ কমাবে। এটি আঞ্চলিক বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগকে বড় ধরনের সহায়তা দেবে। সারমা সুড়ঙ্গকে ''কৌশলগত জীবনরেখা'' আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি বাণিজ্য, পর্যটন এবং শিল্প উন্নয়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে, পাশাপাশি উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ আসামের সংযোগ শক্তিশালী করবে।

তিনি বলেন, এই প্রকল্প উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সুড়ঙ্গটি আসামের রেল ও সড়ক অবকাঠামোর একটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। এটি ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর আসামের চতুর্থ রেল সংযোগ হবেবর্তমানে তিনটি সেতু আছে এবং এটি প্রথম সুড়ঙ্গ। ফলে যাত্রী ও পণ্য চলাচল আরও সহজ হবে। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়কমন্ত্রী নীতিন গড়কারী-কে প্রকল্পটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য সমর্থন ও দিকনির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শর্মা বলেন, নদীর তলদেশের সুড়ঙ্গ অনুমোদন কেন্দ্রের উত্তর-পূর্বের অবকাঠামো-ভিত্তিক উন্নয়নের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে এবং দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ও উন্নত সংযোগের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যোগ করেন, এই প্রকল্প আসামের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও 'গতি' দেবে'' এবং এটিকে রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শিলংগামী ইন্ডিগো বিমানে বোমা আতঙ্ক, কলকাতা বিমানবন্দরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : শিলংগামী একটি ইন্ডিগো বিমানে বোমা থাকার হুমকিকে ঘিরে শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

জানা গিয়েছে, সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে কলকাতা থেকে শিলংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল ইন্ডিগোর ৬ই-৭৩০৪ নম্বর বিমানের। উড্ডয়নের আগে বিমানের শৌচাগারে একটি হাতে লেখা চিরকুট উদ্ধার করেন বিমানকর্মীরা। তাতে লেখা ছিল, "বিমানে বোমা রয়েছে।" এরপরই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের একে একে নামিয়ে আনা হয় এবং বিমানে তল্লাশি শুরু হয়। নিরাপত্তা বিধি মেনে বিমানটিকে আইসোলেশন বেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।বিমানবন্দরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, আজ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কলকাতা থেকে শিলংগামী ইন্ডিগো বিমানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকির খবর পাওয়া যায়।বিমানের ল্যাভেটরির ভিতরে একটি হাতে লেখা নোট পাওয়া যায়, যাতে সম্ভাব্য বোমা হামলার ইঙ্গিত ছিল। তিনি আরও জানান, যাত্রী ও বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) মেনে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ-এর বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল এবং দমকল বিভাগের কর্মীরা যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। তল্লাশির জেরে নির্ধারিত সময়ে বিমানটি উড়তে পারেনি। তবে বিকেলে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কে বা কারা বিমানের শৌচাগারে ওই হুমকির চিরকুট রেখেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে বোমা আতঙ্কের ঘটনা বেড়েছে।

বাংলাদেশে ভোটারদের বার্তা : জামায়াতের উগ্র রাজনীতি ও পাকিস্তানপন্থী নস্টালজিয়ায় 'না'

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : বাংলাদেশে সদ্যসমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে ভোটাররা উগ্রবাদ নয়, বরং ভারসাম্য ও গণতন্ত্রের পক্ষেই রায় দিয়েছেন বলে এক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে চরমপন্থা ও পাকিস্তানপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে নীরব গণরায়।

সাপ্তাহিক ব্লিটজ পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক এম এ হোসেন লিখেছেন, ইতিহাস কখনও একই পোশাকে ফিরে আসে না, কিন্তু ফিরে আসে।

বাংলাদেশের ২০২৬ সালের নির্বাচন শুধু ক্ষমতা পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল পরিচয়ের উপর রায়। ভোটাররা যখন বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টিকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন দিয়ে বিজয়ী করলেন, তখন তারা শুধু ১৫ বছরের আওয়ামী লীগ শাসনের অবসান ঘটাননি; তারা নীরবে জনজীবনে পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নস্টালজিয়ার প্রত্যাবর্তনের দরজাও বন্ধ করেছেন।

বিএনপি-নেতৃত্বাধীন জোট ২১০টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, যা নতুন সরকার গঠনের পথ সুগম করেছে। বিশ্লেষকের মতে, এখন বিএনপির সামনে চ্যালেঞ্জ হলো সবার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা, কিন্তু কারও কাছে নতি স্বীকার না করা।

তিনি লেখেন, ভোটাররা একটি সীমানা টেনে দিয়েছেন আর কোনো আদর্শিক উগ্রতার পরীক্ষা নয়, আর কোনো গোপন সমঝোতা নয়। তারা স্বচ্ছ শাসন ও স্পষ্ট পররাষ্ট্রনীতির দাবি তুলেছেন। বাংলাদেশ যেন কারও কোনো রাজধানীর দিকে ঝুঁকবে না।

অসমের প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তার বেআইনি সম্পত্তি: ৯ কোটি টাকার সম্পত্তি করল জব্দ ইডি

গুয়াহাটী, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শনিবার জানিয়েছে, তারা প্রাক্তন অসম সরকারি কর্মকর্তা আখতার হুসেন এবং তাঁর স্ত্রী ডা. জেসমিন রহমান-এর বিরুদ্ধে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তি মামলার জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় ৮.৯৪ কোটি টাকার সম্পত্তি সাময়িকভাবে জব্দ করেছে।

ইডি-এর তথ্য অনুযায়ী, জব্দকৃত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটী এবং গোলাপাড়া জেলায় অবস্থিত ৮.৯০ কোটি টাকার অচল সম্পত্তি এবং ৩.৭১ লাখ টাকার চলমান সম্পত্তি।

মামলাটি শুরু হয়েছিল অসম পুলিশের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সতর্কতা সেলের এফআইআর-এর ভিত্তিতে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল আখতার হুসেন তাঁর আয়ের উৎসের তুলনায় অত্যাধিক সম্পত্তি অর্জন করেছেন।

বিশেষ সতর্কতা সেলের চার্জশিটে বলা হয়েছে, এপ্রিল ২০০৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রায় ৮.৯৭ কোটি টাকার সম্পত্তি অর্জন করেছেন, যা তাঁর ঘোষিত আয়ের চেয়ে প্রায় ১৯১.৫ শতাংশ বেশি।

ইডি-এর আর্থিক তদন্তে আরও দেখা গেছে, অভিযুক্ত দম্পতি বহু অচল সম্পত্তি ক্রয় করেছেন, যার জন্য বিক্রয় দলিলে উল্লেখিত দামের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে, যা অভিযোগ অনুযায়ী অপরাধমূলক আয় লুকানোর প্রচেষ্টা।

অভিযুক্তরা এই বড় নগদ অর্থের উৎস সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন। তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে, বেশ কয়েকটি সম্পত্তি পরিবারের সদস্যদের নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে লুকানোর স্তর তৈরির জন্য। এই সম্পত্তিগুলো থেকে নিয়মিত ভাড়া আয় অর্জন করা হতো বলে জানা গেছে।

এছাড়াও, অভিযুক্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১১.৯১ লাখ টাকা এবং তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৫৯.৮৯ লাখ টাকার নগদ জমা পাওয়া গেছে। ইডি জানিয়েছে, মামলায় আরও তদন্ত চলছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন : গণতান্ত্রিক ও আইনের শাসন পুনঃস্থাপনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, বলল ইইউ

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) শনিবার বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন ও গণভোটকে "প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতামূলক" হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে। ইইউ বলেছে, এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসন এবং আইনের শাসন পুনঃস্থাপনের দিকে একটি "গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ"।

ইইউর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভোটগ্রহণ চলাকালীন কোনো সরাসরি জালিয়াতি বা বুলেট স্টাফিংয়ের নজর দেখা যায়নি। তবে কিছু প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু নির্বাচনী এলাকায় ভোটে অনিয়ম হয়েছে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন জোট প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী জয়লাভ করে ২১০টি আসন পায় এবং সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহজে অতিক্রম করে।

ইইউ বলেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতামূলক সংসদীয় নির্বাচন ও গণভোটের আয়োজনকে স্বাগত জানায়। বাংলাদেশ জনগণ বড় আকারে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছে।

ইইউর নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ মিশন তাদের প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রস্তাব করে উল্লেখ করেছে, নির্বাচন ''বিশ্বাসযোগ্য এবং দক্ষভাবে পরিচালিত'' হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসন এবং আইনের শাসন পুনঃস্থাপনের জন্য একটি ''গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ''। ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে, ইইউ প্রধান পর্যবেক্ষক ইভারস ইজাবস ভোটার উপস্থিতি ও সাধারণ অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, আমরা কেবল শতাংশ হিসেবে উপস্থিতির সংখ্যা দেখছি না। সব অংশের মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, যা গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের বিষয়ে তিনি জানান, মিশন তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করবে।

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় ইইউ প্রধান পর্যবেক্ষক বলেছেন, বড় পরিসরে জালিয়াতির কোনো সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে কিছু অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে। এখন আমাদের মনোযোগ থাকা উচিত আপিল প্রক্রিয়া এবং অভিযোগগুলি আইনগত ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা।

ইইউর বিবৃতিতে রাজনৈতিক পক্ষগুলিকে আহ্বান জানানো হয়েছে, গণভোটের মাধ্যমে ভোটারদের সমর্থিত সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলি এগিয়ে নিতে একত্রে কাজ করতে হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইইউ বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত, যাতে গণতান্ত্রিক নীতি, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের ভিত্তিতে সংস্কারগুলো কার্যকর করা যায়।

কর্ণাটক : বিয়েতে যোগ দেওয়ার পর নিখোঁজ মহিলা, জুতা জামা ও ব্যক্তিগত সামগ্রী উদ্ধার

বেঙ্গালুরু, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : কর্ণাটকের হাসান জেলায় এক ২৯ বছর বয়সী মহিলার রহস্যময় নিখোঁজ হওয়া নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ওই মহিলা বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে যাত্রা করেছিলেন এবং তার কিছু ব্যক্তিগত সামগ্রী, যার মধ্যে অন্তর্বাস, স্যান্ডেল ও ভ্যানিটি ব্যাগ রয়েছে, কালকেরে এলাকায় পাওয়া গেছে।

নিখোঁজ মহিলাকে পরিচয় দেওয়া হয়েছে প্রিয়াঙ্কা হিসেবে, তিনি তুমকুর জেলার কুনিগাল এলাকার বাসিন্দা। তিনি চিক্কামাগালুরুতে এক বিয়েতে যোগ দিতে একা গিয়েছিলেন এবং সর্বশেষ ১২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৮টার দিকে হাসান জেলার বেলুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে দেখা যায়।

হাসান সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ শুভান্বিতা শনিবার বলেন, গতকাল বেলুর থানায় প্রাথমিক শূন্য এফআইআর করা হয়। পরে মামলা আরেহল্লি থানায় হস্তান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে নিয়মিত এফআইআর করা হয়েছে। আজ সকালে আমরা নিখোঁজ নারীর জামা, স্যান্ডেল এবং ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করেছি। তার কুর্তা ও অন্যান্য সামগ্রী তিনটি ভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। তদন্ত চলছে এবং প্রযুক্তিগত প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। নারীর খোঁজে চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রিয়াঙ্কা নিখোঁজ হওয়ার সময় প্রায় ৩০ লাখ টাকার সোনার গহনা পরেছিলেন। এর ফলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, হয়তো তাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং গহনার জন্য সহিংসতা বা গুরুতর ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে। তার পরিবারের সদস্যদের মতে, ওই দিন সন্ধ্যা প্রায় ৭.৩০টার দিকে প্রিয়াঙ্কা তাদেরকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে ''কারো সঙ্গে আছি'' এবং হঠাৎ কল কেটে দেন। পরে তার মোবাইল ফোন বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

পরিবারের অভিযোগ, প্রথমে পুলিশে অভিযোগ জানানোর সময় তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে প্রিয়াঙ্কার অন্তর্বাস, স্যান্ডেল ও ভ্যানিটি ব্যাগ কালকেরে এলাকা থেকে পাওয়া যাওয়ার পর মামলা আরও গুরুতর মোড় নেয়। স্থানীয়রা জানান, প্রথম দিনে সেখানে কোনো জামা বা সামগ্রী লক্ষ্য করা যায়নি, পরে তা পাওয়া যাওয়ায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

হাসান রুরাল পুলিশ স্টেশনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ, কুকুর দল এবং ফরেনসিক টিম সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে বিস্তারিত তদন্ত করেছেন। বর্তমানে নিখোঁজ নারীকে খুঁজে বের করার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রিয়াঙ্কার পরিবার আরেহল্লি থানার এবং বেলুর পুলিশের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, দাবি করে যে প্রাথমিক পর্যায়ে তৎপর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার খোঁজ দ্রুত মিলতে পারত।

ওড়িশার বিশেষ শ্রেণির মর্যাদা : বিজেপির ওপর তীব্র আক্রমণ বাড়ালো বিজেডি

ভুবনেশ্বর, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : ওড়িশার জন্য বিশেষ শ্রেণির মর্যাদার প্রতিশ্রুতিতে দশবছরের অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলার মাধ্যমে বিরোধী বিজু জনতা দল শনিবার বিজেপি সরকারের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছে।বিজেডি সাংসদ সস্মিত পাত্র সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওড়িশার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ শ্রেণির মর্যাদা প্রদানের চেষ্টা করবে। সরকারে আসার দুই বছর পেরিয়ে গেছে, তবুও তারা এক ইঞ্চি অগ্রগতি করেনি। পাত্র উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সংসদীয় প্রকাশনায় দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়ে কোনো প্রস্তাবনা নেই। তিনি বলেন, এটি 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের দাবির বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করছে। যারা বলেছিল ক্ষমতায় এলে ওড়িশার জন্য বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করবে, সেই দাবিতে বড় প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি নেতৃত্বাধীন সরকারকে অনুরোধ করেন, রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষ মর্যাদা প্রার্থনার জন্য কেবিনেট রেজুলেশন গ্রহণ করা হোক। পাত্র বলেন, বিশেষ মর্যাদার দাবি কেবল রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি ওড়িশার কাঠামোগত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জকে প্রতিফলিত করে এবং তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। বিজেপি ১২ জুন ২০২৪-এ ওড়িশায় ক্ষমতায় আসে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক নেতৃত্বাধীন ২৪ বছরের বিজেডি শাসনের অবসান ঘটে। জুন ৪-এ অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ১৪৭ সদস্যের বিধানসভায় বিজেপি ৭৮ আসন পায়, পরে দুইজন স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থন যোগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়ায়।

ছত্তীসগড়ের বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনী ধ্বংস করলো পাঁচটি মাওবাদী স্মৃতিসৌধ

রায়পুর/বিজাপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : সংবেদনশীল দক্ষিণ বস্তার অঞ্চলে মাওবাদী প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনী শনিবার বিজাপুর জেলার একাধিক থানার এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে পাঁচটি মাওবাদী স্মৃতিসৌধ ধ্বংস করেছে। এই অভিযান চলমান মাওবাদী বিরোধী অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যার লক্ষ্য বিদ্রোহীদের প্রোপাগান্ডা ভেঙে দেওয়া এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর তাদের মানসিক প্রভাব কমানো।

পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, এই কার্যক্রম মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও কড়া পদক্ষেপের অংশ। তাররেম থানার আওতাধীন মন্দিমারকা বন এলাকায়, গুট্টুঞ্চচ ব্যাটালিয়নের একটি যৌথ দল একটি স্মৃতিসৌধ সনাক্ত করে নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে ধ্বংস করেছে। উসুর থানার এলাকায় অভিযান থেকে চারটি স্মৃতিসৌধ ধ্বংস করার ফল পাওয়া গেছে।

সিআরপিএফ ব্যাটালিয়ন ও কোবরা ব্যাটালিয়ন-র একটি যৌথ দল মারুধাবাকা বনাঞ্চলে দুটি স্মৃতিসৌধ ধ্বংস করে, অন্য একটি সিআরপিএফ দল পৌরগুড়া ও সিঙ্গানাপল্লি বনাঞ্চলে আরও দুটি স্মৃতিসৌধ ধ্বংস করেছে। এই স্মৃতিসৌধগুলি সাধারণত নিহত মাওবাদী নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের স্মরণে নির্মিত হয়, যা বিদ্রোহী আদর্শের প্রতীক এবং প্রত্যন্ত উপজাতীয় এলাকায় নিয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিরাপত্তা বাহিনী আশা করছে, এই স্মৃতিসৌধগুলো সরিয়ে বিদ্রোহীদের শহীদত্বের আখ্যানকে মুছে দেওয়া সম্ভব হবে এবং সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীর উপর তাদের প্রভাব কমবে। কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, এই সফলতা দক্ষিণ বস্তার এলাকায় মাওবাদী প্রোপাগান্ডা নির্মূল করতে অবদান রাখছে। বাহিনী অব্যাহতভাবে তল্লাশি, এলাকা নিয়ন্ত্রণ এবং গশালপালন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

৫ দিবসীয় সংগীত কর্মশালা

২৩ - ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সময় : সকাল ১০.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা

আয়োজক : শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়, লিচুবাগান, আগরতলা।

এতদ্বারা সংস্কৃতিপ্রেমী সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৩ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয় ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত, তবলা, রবীন্দ্র সংগীত এবং নৃত্য কোরিওগ্রাফির উপর পাঁচদিন ব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন করতে চলেছে। উক্ত কর্মশালাটি পরিচালনা করবেন কলকাতা থেকে আগত গুণী শিল্পীবৃন্দ।

উক্ত কর্মশালায় ইচ্ছুক সংগীত বিদ্যার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। কর্মশালাটি সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং কোনো প্রকারের ফি দিতে হবে না।

রেজিস্ট্রেশন চলবে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম অফলাইনে কলেজ থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

অথবা, অনলাইনে - https://forms.gle/HN0Cs8Rf8vWGbNCZ8 — এই লিঙ্কে গিয়ে পূরণ করা যাবে।

বি:দ্র: বিস্তারিত তথ্য কলেজের ওয়েবসাইটে (https://www.sdmgovtmusiccollege.in/) পাওয়া যাবে।

ধন্যবাদান্তে

ড. মণিকা দাস

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়, লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-1988/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-37/EE /RDUD/G/2025-26 DATED 07/02/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 16/02/2026 for the following work-

1. Renovation and roof treatment of DCM quarters at Dakbanglow Road, Udaipur, Gomati District.
2. Vertical Extension of CMO office, Tepania, Gomati District Hospital.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

ICA/C-4317/26

দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Reference: G.B TOP GD Entry No. 13, dated 08.02.2026.

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ (সুব্রত দে, পিতা মৃত পরিমল চন্দ্র দে, সাং- রামনগর, চার নম্বর রাস্তা, থানা- পশ্চিম আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা) বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল গোলাকার, চুলের রং কালো। গত ০১-০২-২০২৬ ইং বিকাল ৫ টা ৫৮ মিনিটে অসুস্থ অবস্থায়, জি.বি.পি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ০৮-০২-২০২৬ ইং সকাল ৯ টা ৫০ মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়- স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ৬০৩৩২৩৭৫১৪/ ১০০
৩) জি.বি ফাঁড়ি থানা -০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

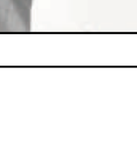

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1990/26

শনিবার আগরতলায় বার এসোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু উদ্যানে শুরু আদি মহোৎসব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম থেকেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছেনঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: আজ থেকে আগরতলার শিশু উদ্যানে শুরু হয়েছে আদি মহোৎসব। আজ সন্ধ্যায় ৮ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। উৎসব চলবে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে ট্রাইপেড (ট্রাইবেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলাপমেন্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড) এবং রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক বিকাশে কাজ চলছে। এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ব্যতীত অন্য কোন প্রধানমন্ত্রীই দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ের বিকাশে কোন ধরনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ভূমি। এখানকার মানুষের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও মনের দিক দিয়ে সকলেই ভারতীয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম থেকেই দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তিনি প্রায়শই বলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঠিক বিকাশ না হলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রাইফেড দেশব্যাপী জনজাতি শিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রীর ট্রাইবসইন্ডিয়া আউটলেট, আদি মহোৎসব, আদি বাজার ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাজারজাতকরনে সহায়তা করে। তিনি বলেন, মাইনর ফরেস্ট প্রডিউস-এর এমএসপি স্কীমে জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের আয় সুনিশ্চিত করার কাজ করা হচ্ছে। এই স্কীমে রাজ্য সরকার জঙ্গলের বিভিন্ন আহরীত সামগ্রী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে এমএসপি"তে ক্রয় করতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই স্কীমে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৮৭টি এমএফপি"কে সহায়তায় ৬ কোটি ২২ লক্ষ টাকার রিভলভিং ফান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। বিভিন্ন হাট/বাজারের উন্নয়ন এবং স্টোরেজ ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এমএফপি"তে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বনধন বিকাশ যোজনায় প্রায় ১৫-২০টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩০০ জন জনজাতি যুবক যুবতী যুক্ত রয়েছেন। প্রত্যেকটি বনধন বিকাশ কেন্দ্রের জনা ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনজাতী বিকাশ মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযানে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ১৭৪৯টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরফলে এই অঞ্চলের ৫ লক্ষের বেশি জনজাতি মানুষ উপকৃত হবেন। এরমধ্যে রাজ্যে ৮৭টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন মিলেছে।

উল্লেখ্য, এই আদি মহোৎসবে ত্রিপুরা রাজ্য ব্যতীত অরুনাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ঝারখন্ড, উড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের জনজাতি শিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রীর ৫০টি স্টল রয়েছে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী লোকাল ফর ভোকাল-এর ডাক দিয়েছেন। যাতে স্থানীয় শিল্পের উন্নয়ন হয়। আদি বাজার, আদি মহোৎসবের মত কর্মসূচি এই ভাবধারাকেই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন রাজ্য সরকার ল্যাম্পস, প্যাকস মার্কেটিং সোসাইটির সামগ্রিক বিকাশেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ট্রাইপেডের এমডিএম রাজা মুরুগান। তিনি তার বক্তব্যে ট্রাইপেডের দেশব্যাপী কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মার্কফেড-এর চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব কে, শশী কুমার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চল্লিশ বছরের অবিচল পরিশ্রমে গড়া জীবন, কল্যাণপুর বাজারে আজও ইস্ত্রি হাতে সংগ্রামে মাখন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি: সে অনেকদিন আগেকার কথা। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে কল্যাণপুর বাজারের চেহারা, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা ও পেশার ধরন। আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে গেছে বহু পুরোনো পেশা। তবুও বদলায়নি কল্যাণপুর বাজারের এক কোণে বসে থাকা প্রবীণ ইস্ত্রিওয়ালা মাখন দাসের জীবনসংগ্রাম।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করেই জীবন নির্বাহ করে চলেছেন তিনি। আজও বাজারের মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এক কোণে বহমান তাঁর সেই পরিচিত সবিতা লন্ড্রি ঘর, যা যেন অতীতের এক জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মাখন দাসের বাড়ি কল্যাণপুর ব্লকের দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাছারিটিলা গ্রামে। জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অল্প বয়সেই কাজের খোঁজে বাজারে আসেন তিনি। একসময় মাত্র পঁচিশ পয়সার বিনিময়ে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করে সংসার চালাতেন মাখন দাস। সময়ের সঙ্গে পারিশ্রমিক বেড়ে বর্তমানে প্রতিটি জামার জন্য দশ টাকা পেলেও বাস্তবে তাঁর জীবিকার গতি আজও কুঁড়ে কুঁড়ে চলছে। ক্রমবর্ধমান বাজারদর, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি এবং চিকিৎসা খরচের চাপ সব মিলিয়ে প্রতিদিনের জীবনযাপন হয়ে উঠেছে আরও কঠিন। বর্তমানে সাতাত্তর বছর বয়সে পৌঁছেও কর্মক্ষেত্র ছাড়তে রাজি নন মাখন দাস। বার্ধক্যের ভার শরীরে স্পষ্ট হলেও কাজই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

সরকারি সামাজিক ভাতা পেলেও তা সংসার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে অকপটে স্বীকার করেন তিনি। তাই শরীর যতদিন সঙ্গ দেবে, ততদিন বাবুদের জামা-কাপড় ইস্ত্রি করেই বেঁচে থাকতে চান বলে জানান এই পরিশ্রমী মানুষটি। তাঁর কথায় ফুটে ওঠে আত্মসম্মান ও শ্রমনির্ভর জীবনের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন সংকট তাঁকে আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কাঠকয়লার তীব্র অভাবে ইস্ত্রির কাজে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে। আগে সহজে পাওয়া গেলেও বর্তমানে কাঠকয়লার দাম ও জোগান দুটোই অনিশ্চিত।

বিকল্প হিসেবে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ব্যবহারের কথা ভাবলেও অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সময়মতো কাজ করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহকদের অপেক্ষা করাতে হয়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে তাঁর দৈনিক আয়ে। মাখন দাসের জীবন আজ গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের অবহেলা, সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদার এক জীবন্ত দলিল। উন্নয়নের ঢাকঢোলের মাঝেও এমন অসংখ্য মানুষ নীরবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন জীবিকার তাগিদে। স্থানীয়দের মত, এই প্রবীণ শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়ে সরকার ও প্রশাসনের উচিত আরও কার্যকর সহায়তার ব্যবস্থা করা, যাতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁকে আর কঠোর পরিশ্রমে দিন কাটাতে না হয়।

ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সর্বাগ্রে দরকার স্বাস্থ্য সচেতনতা: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকার রাজ্যে একটা হেলথ উইনিভার্সিটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রাজাকে উত্তরপূর্বাঞ্চলের হেলথ এডুকেশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি এডিসি এলাকাতে গড়ে তোলা হবে আর একটি নতুন মেডিকেল কলেজ। এই ধরনের শিক্ষার বিস্তার যত বেশি করা যাবে ততবেশি রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মেডিকেল শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়বে। আজ জিবিপি হাসপাতালে কে. এল এস অডিটোরিয়ামে উত্তর পূর্বাঞ্চল ডায়াবেটিস সোসাইটির থার্ড অ্যানুয়েল কনফারেন্স ২০২৬-এর উদ্বোধন করে প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান সহ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সর্বাগ্রে দারকার স্বাস্থ্য সচেতনতা। এই রোগ প্রতিরোধে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, শরীর চর্চা এবং নিত্য দিনের চলার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা খুবই প্রয়োজন। রাজ্যকে ডায়াবেটিস ও নেশামুক্ত করে তুলতে প্রতিটি রাজাবাসীকে নো-ডায়াবেটিস, নো-ড্রাগস এডিকশন লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যে মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার কথা চিন্তা করে বর্তমান রাজ্য সরকার ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে জিবি হাসপাতালকে দ্রুত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়া সৃজার গ্রুপ রাজ্যে সম্প্রতি আর একটি সুপার স্পেশালিষ্ট হাসপাতাল গড়ে তুলবে। রাজ্যে ৮টি জেলাতে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্য থেকে রেফার করা রোগীর সংখ্যা কমেছে। রাজা সরকার রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার রোগীদের পরিবারের জন্য নানা সু-বন্দবস্ত দেওয়ায় পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। বর্তমানে রাজা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শিক্ষা, কৃষি সহ অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত উন্নয়ন ঘটিয়েছে। মাত্র কয়েক বছরেই ত্রিপুরা ৩৪৭টি পুরস্কার অর্জন করতে পেরেছে। বর্তমান সরকার মানবতার সরকার। উন্নয়ন ও মানবতার মধ্যদিয়ে এক নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধে ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য ডা. দেবাশিষ নাথ ও ডা. মৃৎদুল দাসকে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা জানান। কনফারেন্স উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপূর্বাঞ্চল ডায়াবেটিস সোসাইটির স্বরনিকা "মেটাবলিকা ২০২৬"-এর আবরণ উন্মোচন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উত্তর পূর্বাঞ্চল ডায়াবেটিস সোসাইটির সভাপতি ডা. বিকাশ ভট্টাচার্যি, উত্তর পূর্বাঞ্চল ডায়াবেটিস সোসাইটির ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ডা. প্রদীপ ভৌমিক। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন উত্তর পূর্বাঞ্চল ডায়াবেটিস সোসাইটির অর্গানাইজিং সোসাইটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডা মুকুট রায়। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন উত্তর পূর্বাঞ্চল ডায়াবেটিস সোসাইটির সচিব ডা. মনিরুল ইসলাম।

শান্তির বাজার শিশু শিক্ষা মন্দিরের উদ্যোগে প্রণম্য অনুষ্ঠান ও গীতা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ভালোবাসা দিবসকে ভিন্ন তাৎপর্যে উদ্‌যাপন করল শান্তির বাজার শিশু শিক্ষা মন্দির। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উৎপল পাটোয়ারী-র উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আয়োজন করা হয় এক প্রণম্য অনুষ্ঠান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয়ের ক্ষুদে পড়ুয়াদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে মুকুট অডিটোরিয়াম পর্যন্ত একটি সুসজ্জিত র্যালি বের করা হয়। পরে মুকুট অডিটোরিয়ামে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পুরপরিষদ-এর চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক রথীন্দ্র কুমার চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।

আগুনে পুড়ল ১৫০০ মোরগ

● প্রথম পাতার পর

মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তখন আগুন এতটাই তীব্র ছিল যে কোনও মোরগকেই বাইরে বের করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন দেখতে পেয়ে ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে ততক্ষণে আগুন পুরো ফার্ম গ্রাস করে ফেলে। এদিকে, খবর দেওয়া হয় দমকলবাহীনিকে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন, কিন্তু তার আগেই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। ওই অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ফার্ম মালিক।

মেগা লোক আদালত

● প্রথম পাতার পর

এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

জানা গেছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে আগামী দিনগুলোতেও এ ধরনের লোক আদালত আয়োজন করা হবে, যাতে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়।

বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: সংবাদপত্র সমাজের আয়না। বর্তমান যুগ এআই-র যুগ, ইন্টারনেটের যুগ। গ্লোবালাইজেশনও চলে এসেছে। তাই সাংবাদিকদের আপডেট থাকতে হবে। বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত দু"দিনব্যাপী ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ও সাংবাদিক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন। এবছর এই সাংবাদিক কর্মশালার মূল থিম হলো "পরিবর্তনটাকে গ্রহণ করুণ"। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়, বিশিষ্টজন ছাড়াও সারা রাজ্য থেকে আগত বহু সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার সংবাদ বান্ধব সরকার। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রফেশন্যাল ট্রেনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রধানমন্ত্রী বার বার বলছেন, সব ক্ষেত্রে দক্ষতা আনতে হবে। তিনি বলেন, সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। কলম হলো তলোয়াড় থেকেও ধারালো। এ রাজ্যের সাংবাদিকগণও অন্য রাজ্যের তুলনায় কোন অংশে কম নন।

তিনি বলেন, আমরা সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে সাংবাদিকদের সহায়তার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছি। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিদিন সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সহ সব বিষয়ে বিভিন্ন এজেন্সি, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, ব্লক প্রশাসন সহ তৃণমূলস্তর থেকে খবরা খবর নেয়। এজন্য একটি মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগে সংবাদপত্র ছিল। রেডিও ছিল। তারপর টিভি আসে। এখন সোস্যাল মিডিয়া ও ওয়েব মিডিয়া চলে এসেছে। বিভিন্ন ঘটনা আমরা সোস্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাই। তাই সংবাদ পরিবেশনের সময় আপনাদের নিখুঁত ভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। যাতে বিভ্রান্তি না দেখা দেয়। তিনি বলেন, সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেড়িয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। বর্তমান সাংবাদিকদেরও তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সত্যনিষ্ঠ লেখা সমাজকে প্রেরণা দেয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এই সংগঠনের মুখপত্র "মাধ্যম"-এর আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, পৃথিবীতে আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের সাথে সাংবাদিকদেরও বদলাতে হবে। সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। তিনি বলেন, ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টরা যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন সংশোধন করেছে। আগে দেশে মোট ২৯টি শ্রম আইন ছিল। যেগুলি পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় সরকার ৪টি শ্রম কোড তৈরী করেছে। আগে ১০ জন কাজ না করলে নিয়োগপত্র দেওয়া হতো না। এখন ১ জন কাজ করলেও নিয়োগপত্র পাবেন। ৩০ দিন কাজ করলে বোনাস দিতে হবে। ১ বছর কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে গ্র্যাচুয়িটি দিতে হবে। মহিলা ও পুরুষদের সম কাজে সমবেতন দিতে হবে। তিনি বলেন, এলক্ষ্যে গত ২ মাস আগে শ্রম দপ্তর, সংবাদপত্রের মালিক, সংবাদ প্রতিনিধি ও অন্যান্য দপ্তরের সমন্বয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় পাল। অনুষ্ঠানে তেলেঙ্গানা রাজ্য থেকে আগত ৪ জন বিশিষ্ট সাংবাদিককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৪ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র প্রত্যাশিত ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করে দলের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান-কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে আমরা বাঙালী দল। শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলের নেতৃত্ব এই শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, এবারের নির্বাচনের ফলাফল সাধারণ মানুষের মতামতেরই প্রতিফলন। তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, নতুন সরকার বাঙালি চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে এবং মৌলবাদী ও কট্টরপন্থী শক্তির উত্থান রোধে কার্যকর ভূমিকা নেবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর পরাজয় ও নির্বাচনী পরিস্থিতি প্রসঙ্গেও মন্তব্য করা হয়।

আমরা বাঙালী দল বর্তমান সরকারের কাছে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি দীপু দাসসহ নিরীহ বাঙালিদের ওপর হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির আহ্বান জানানো হয়েছে। চিন্ময় প্রভুর নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

দলের মতে, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুনরায় অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শে এগিয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি আরও সুদৃঢ় হবে।

তেলিয়ামুড়ায় টিআইএসএফ এবং টিএসএফ- র যৌথ উদ্যোগে রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে মানব বন্ধন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি: টিআইএসএফ এবং টিএসএফ- র যৌথ উদ্যোগে শনিবার তেলিয়ামুড়া এলাকায় রোমান লিপিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দাবিতে এক বৃহৎ মানব শৃঙ্খল ও মিছিল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই তেলিয়ামুড়া শহরে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। রোমান লিপিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দাবিতে কর্মসূচি তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর মোটর স্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি সুসংগঠিত মিছিলের মাধ্যমে সূচনা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া টাউন হল প্রাঙ্গণে গিয়ে সমাপ্ত হয়। মিছিলে ছাত্র-যুবদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল এবং হাতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে রোমান হরফে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দাবিতে স্লোগান দিতে দেখা যায়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথা নেতৃত্ব তথা এডিসির এক্সিকিউটিভ মেম্বার (ইএম) কমল কলই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মথা দলের অন্যতম নেতৃত্ব মহেন্দ্র দেববর্মা সহ টিএসএফ ও টিআইএসএফের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বরা। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, রাজ্যে শুরু হতে যাওয়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রোমান হরফে প্রণয়ন করা সময়ের দাবি। এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সুবিধা হবে এবং মাতৃভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে তারা দাবি করেন।

বক্তারা আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি জানানো হলেও সরকারের তরফে এখনো সুস্পষ্ট কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই ছাত্র-যুব সমাজকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেই তারা দাবি আদায়ে এগিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণের ইঙ্গিতও দেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

মুহুরীপুর সাব ডিভিশন পরিদর্শনে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, সমস্যা সমাধানে আধিকারিকদের নির্দেশ

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: জোলাইবাড়ি কাকুলিয়া ফরেস্ট রেঞ্জার অফিসের অধীন মুহুরীপুর সাব ডিভিশন পরিদর্শন করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এলাকায় বনদপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে এদিন তিনি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এলাকার বিদ্যমান সমস্যা ও বনদপ্তরের চলমান প্রকল্পগুলি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, এলাকায় যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। বিশেষ করে বন সংরক্ষণ, উন্নয়নমূলক কাজ এবং জনসাধারণের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

পরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (স্বসহায়ক দল) সদস্যাদের সঙ্গেও কথা বলেন বনমন্ত্রী। তাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা সম্পর্কে সরাসরি মতামত গ্রহণ করেন। স্থানীয়দের সঙ্গেও আলোচনা করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন তিনি।

মন্ত্রী জানান, এলাকার যাবতীয় কাজকর্ম খতিয়ে দেখতেই এই সফর। দপ্তর কী কাজ করছে এবং কোথায় কী ধরনের ঘাটতি রয়েছে, তা যাচাই করা হয়েছে। কিছু সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিনের পরিদর্শন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি রেঞ্জার ফরেস্ট অফিসার, দক্ষিণ জেলার ফরেস্ট অফিসারসহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

আগরতলায় ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দু'দিনব্যাপী কর্মশালা ও রাজ্য সম্মেলন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী কর্মশালা ও রাজ্য সম্মেলনের শুভ সূচনা হলো শনিবার। আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাস-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা সাংবাদিকদের সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের আয়না। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, সাফল্য এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসমক্ষে তুলে ধরে সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করেন।মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সরকারকে 'সাংবাদিক মাধ্যমবান্ধব সরকার' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কল্যাণে সরকার একাধিক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, সমাজ গঠন ও সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরাও সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মশালার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। দু'দিনব্যাপী এই কর্মশালা ও রাজ্য সম্মেলনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজক সূত্রে জানা গেছে।

বোমা বিস্ফোরণ ও দফায়

● প্রথম পাতার পর

শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্বাচনের পরীণাম নিয়ে সহিংসতা ও সংঘর্ষে অন্তত একজন নিহত ও ৩৬ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর আক্রমণের কারণে এই সহিংসতা ঘটে। মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় বিএনপির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর সংঘর্ষে একজন যুবককে মারধর করে হত্যা করা হয়। নিহত ব্যক্তি হলেন ৩০ বছর বয়সী মহম্মদ জসিম নায়েব। তিনি একজন স্বাধীন প্রার্থী এবং বরখাস্ত বিএনপি জেলা সদস্য সচিব মহম্মদ মহিউদ্দিন-এর সমর্থক ছিলেন। শুক্রবার বিকেলে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হওয়া জাসিম রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় বিরাজমান দ্বন্দ্ব নির্বাচনী বিষয়কে কেন্দ্র করে তীব্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। সংঘর্ষের সময় জাসিমের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়, যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন।

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের নতুন সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, বাংলাদেশকে এখন বর্ধিত ইসলামপন্থী উগ্রবাদের প্রভাব এবং গত ১৮ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

ত্রিপুরার অর্গানিক পণ্যে

● প্রথম পাতার পর

কোম্পানি কার্যকরভাবে কাজ করছে। ২৬,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমি জৈব সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত, এবং ২৬,৮০০-এরও বেশি কৃষক জৈব সার্টিফিকেশন সিস্টেমের আওতায় নিবন্ধিত।

তিনি জানান ত্রিপুরা এখন বিশ্বের জন্য একটি বৈচিত্র্যময় প্রিমিয়াম জৈব পণ্য সরবরাহ করছে যেমন কালি খাসা, হরি নারায়ণ এবং মায়মি হাঙ্গর সহ সুগন্ধি চাউল, বার্ডস আই চিলি, তিল, হলুদ, আদা, আনারস, কাঁঠাল এবং অন্যান্য আঞ্চলিক কৃষি পণ্য। আমাদের সকল পণ্য কঠোর জৈব মান, ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ম মেনে তৈরি, যা বিশ্বমানের গুণগত মান নিশ্চিত করে।

মন্ত্রী বলেন আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র উৎপাদনে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা মূলত মূল্য সংযোজন এবং বাজার সংযোগকে শক্তিশালী করছি, যাতে কৃষক ন্যায্য মূল্য পান এবং বিশ্বব্যাপী ভোক্তারা নৈতিকভাবে উৎপাদিত, জলবায়ু-বান্ধব খাদ্য পেতে পারেন।

শেষে মন্ত্রী আমন্ত্রণ সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন আমরা আমদানিকারী, প্রক্রিয়াকরণকারী, খুচরা বিক্রেতা, গবেষক ও বিনিয়োগকারীদের ত্রিপুরার সঙ্গে জৈব উৎস, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের জন্য যুক্ত হতে অনুরোধ করছি।

ত্রিপুরা বার কাউন্সিল নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

বেলোনিয়া, খোয়াই, কৈলাশহর, কমলপুর ও ধর্মনগরেও ভোটকেন্দ্র খোলা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

মোট ১,৬৭৮ জন ভোটার এই নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন, যার মধ্যে আগরতলাতেই রয়েছেন ১,১৯১ জন। এই নির্বাচনে মোট ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন।

বিচারপতি দাস জানান, ভোটগ্রহণ বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা ভোটকেন্দ্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবেন, তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। ভোটগ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ব্যালট সিল করবেন।

তিনি আরও জানান, সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া—এর নির্দেশ অনুযায়ী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন হচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও দিল্লির সঙ্গে।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত হাই পাওয়ার কমিটি ও দুইজন গণনা বিশেষজ্ঞ রাজ্যে পৌঁছাবেন। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভোট গণনা শুরু হবে।

শিক্ষক বদলির

● প্রথম পাতার পর

চলতে থাকলেও সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 15-02-2026, 01:46

খেলাধুলা

স্টেট গেমসের ম্যাসকট রেলি আজ সন্ধ্যায় রাজধানীতে ফিরবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেম ২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২২ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৮ টি ইভেন্ট নিয়ে। এরই অঙ্গ হিসাবে তিন দিনব্যাপী সমগ্র রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা সদরে ম্যাসকট রেলি প্রদর্শনের লক্ষ্যে আজ, শনিবার দ্বিতীয় দিনের সূচনা হয় সকাল ৯ টায় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের প্রাঙ্গণ থেকে। প্রথমে খোয়াই জেলা এবং পরবর্তীতে ঊনকোটি জেলার কৈলাসশহরে এই ম্যাসকট রেলি প্রদর্শিত হয়।

এই ম্যাসকট রেলি প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে খোয়াই এবং কৈলাশহরে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখ্য, বেনীমাধব দেবনাথ এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল যথাক্রমে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অমীয় দাস, প্রণব অখন্ড ও প্রণব সাহা এই ম্যাসকট রেলিতে উপস্থিত ছিলেন। আগামীকাল রবিবার সন্ধ্যায় এই ম্যাচকোর্ট রেলি সারা রাজ্য ঘুরে আগরতলায় ফিরবে।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে কৈলাশহরকে ইনিংসে হারিয়ে মোহনপুর ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় মোহনপুরের। তাও ইনিংস সহ ১৫৫ রানের বিশাল ব্যবধানে। সেমিফাইনাল ম্যাচে ইনিংসে জয় ছিনিয়ে মোহনপুর ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেমিফাইনাল থেকে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছে ঊনকোটি জেলার শক্তিশালী কৈলাশহরকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। এমবিবি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া সেমিফাইনাল ম্যাচে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দিনভর ৯০ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৬৬ রান সংগ্রহ করেছিল। শুক্রবারে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে আরও ২৮ ওভার ৫ বল খেলে অবশিষ্ট চার উইকেট হারিয়ে ৭৫ রান যোগ করে মোট ৩৪১ রানে ইনিংসে শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কৈলাশহর ব্যাটিং ব্যর্থতার কবলে পড়ে ৪১ ওভার ৪ বল খেলে ১০৪ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি ফলোঅনে পুনরায় ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৫০ রান সংগ্রহ করতেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে। আজ, রবিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলায় মূলতঃ ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাট করতে শুরু করলেও সেই একই রকম ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে মাত্র নয় ওভার তিন বল খেলতেই অবশিষ্ট ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলে। বিনিময়ে মাত্র ৩২ রান যোগ করতে সক্ষম হয়।

মোটকথা ৮২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে মোহনপুর ইনিংস সহ ১৫৫ রানের ব্যবধানে দারুন জয় পায় এবং এই জয়ের সুবাদে মোহনপুর শেষ পর্যন্ত পুরো টুর্নামেন্টে অপরাজিত ভূমিকায় ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে মোহনপুরের ইস্ট দেবনাথ একাই পুরো দলকে জয়ের শিখরে তুলে এনেছে। ৩৬৫ বল খেলে ৩৩ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২০৬ রান সংগ্রহ করেছে। কৈলাশহরের পক্ষে সুদীপ দেবনাথের ৩৬ রান এবং মোঃ রেজাউল ইসলামের ২৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে কৈলাশহরের রাজদীপ সিনহা ৮২ রানে ছয়টি উইকেট পেলেও তা তেমন কাজে আসেনি। মোহনপুরের অঙ্কিত দাস ৮ রানে চারটি এবং সপ্তদ্বীপ দত্ত ২১ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরির সৌজন্যে ইস্ট দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রাজ্য ক্রিকেটে ধর্মনগরকে ইনিংসে হারিয়ে বনমালীপুর সি সি ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় বিসিসি তথা বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের। তাও ইনিংস সহ ১৪৭ রানের বড় ব্যবধানে। সেমিফাইনাল ম্যাচে ইনিংসে জয় ছিনিয়ে বিসিসি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেমিফাইনাল থেকে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার শক্তিশালী ধর্মনগরকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের।

পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবারে শুরু হওয়া সেমিফাইনাল ম্যাচে ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেলেও গড় ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে তেমন বেশি রান গড়তে পারেনি। ৬৬ ওভার ৫ বল খেলে ১৫১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে তিন দিন মিলিয়ে খেলে আজ শনিবার তৃতীয় তথা অন্তিম দিন পর্যন্ত বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ১৩৫ ওভার খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ৪৩৯ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। ধর্মনগর ফের ব্যাট করতে নেমে ইনিংস পরাজয় এড়ানোর উদ্দেশ্যে ২৮৮ রানের টার্গেটে খেলা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত ৪১ ওভার ১ বল খেলে ১৪১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ইনিংস সহ ১৪৭ রানের বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়।

ব্যাটিং এ বিসিসি-র সন্দীপন দাস এর ১৩৯ রান, সাগর সূত্রধরের ৬০ রান, অর্ক জিৎ সাহার ৬০ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ধর্মনগর এর অভয় চক্রবর্তী ১২৩ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট পেলেও তা কাজে আসেনি। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের সাগর সূত্রধর এবং সন্দীপন দাস তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। বলে ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সন্দীপন দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

নাইডু ট্রফি : অঙ্কের বড় স্কোরের জবাবে লড়াকু মেজাজে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লড়াকু মেজাজে খেলছে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা। বড় স্কোরের ধাক্কা হলেও ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা মোক্ষম জবাব দিতে মরিয়া। সপ্তজিৎ নাইট ওয়াচম্যান এর ভূমিকায় রয়েছে ব্যক্তিগত ৯৪ রান হাতে নিয়ে। মারকুটে ব্যাট চালিয়ে সপ্তজিৎ দাস ১১১ বল খেলে ৮টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে শতকের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রয়োজন আরও ৬ রানের। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৩ জাতীয় ক্রিকেটের। মুলাপাড়োতে ডিভিআর গ্রাউন্ডে শুক্রবারে শুরু হওয়া ম্যাচে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপ সরকার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে অন্ধ্র দিনভর ৯০ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে অন্ধ্র আরও ৩৬ ওভার খেলে অবশিষ্ট সাত উইকেট হারিয়ে ২১১ রান যোগ করে ৫৬৯ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়।

দলের পক্ষে অধিনায়ক তথা ওপেনার হেমন্ত রেড্ডির ৬৬ রান, রেভান্ত রেড্ডির ১৮৫ রান, অভিনভ-র ৭০ রান এবং জয়ন্ত-এর বাহান্ন রান উল্লেখযোগ্য। সুমিতের ৪৭ রান এবং প্রসাদের ৪৬ রানও দলের বড় স্কোরের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরা দলের বোলার রাজদীপ দত্ত ১৩৮ রানে পাঁচটি এবং দ্বিপেন বিশ্বাস ১৫৩ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। অমিত আলী পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দল দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪৬ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার আরমান হোসেন ২৪ রানে আউট হলেও সপ্তজিৎ দাস ৯৪ রানে এবং পারভেজ সুলতান ছয় রানে উইকেটে রয়েছে। মাঝে সাহিল সুলতান ৫৫ রানে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফিরেছে ৮৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৫ রান সংগ্রহ করে। অন্ধ্রের সুমিত ও হেমন্ত কুমার একটি করে উইকেট পেয়েছে।

কুশল ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্সের (মালঞ্চ নিবাস) সিন্থেটিক কোর্টে আয়োজিত ২২তম কুশল ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ পুরুষদের ডাবলস বিভাগে সেমিফাইনালে প্রবেশ করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নাগাল্যান্ড। গ্রুপ লিগের ৫টি ম্যাচের সবকটিতেই জয়লাভ করে নাগাল্যান্ড 'পুল এ'-তে শীর্ষস্থান দখল করেছে এবং সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। একই গ্রুপ থেকে নাগাল্যান্ডের সাথে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে স্থানীয় দল ত্রিপুরা ব্লু। অন্যদিকে 'পুল বি' থেকে বেঙ্গল (পশ্চিমবঙ্গ) প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে। গ্রুপ লিগের ৫টি টাই-তে তারা ৩টিতে জয়ী হয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। বেঙ্গল-এর পাশাপাশি এই গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে মিজোরাম দল।

মিক্সড ডাবলস বিভাগে স্ব-স্ব পুল থেকে ফাইনালে পৌঁছেছে বেঙ্গল এবং মেঘালয়।

এছাড়া, টিটিএ এআইটিএ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ (৩) ২০২৫-এর অনূর্ধ-১৮ ছেলেদের সিঙ্গেলস ইভেন্টে অল-বেঙ্গল ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ড্র-তে ১ নম্বর বাছাই অক্ষত আগরওয়াল স্থানীয় প্রতিযোগী অংশু দেববর্মাকে ৯-২ ব্যবধানে অনায়াসেই হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন। ফাইনালে অক্ষত লড়বেন তাঁরই রাজ্যের অবাছাই খেলোয়াড় রিয়ান চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে। রিয়ান সেমিফাইনালে আরিয়ান দত্তকে ৯-৩ ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

আগামীকাল বিকাল ৪টায় টিটিএ আধিকারিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

টাইব্রেকারে ত্রিপুরা পুলিশকে হারিয়ে পদ্মজং শিল্ডের ফাইনালে মণিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই শেষে পদ্মজং শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে জয় ছিনিয়ে নিল মণিপুরের রেংদাই এফসি শনিবার রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ত্রিপুরা পুলিশকে টাইব্রেকারে ৩—১ ব্যবধানে পরাজিত করে ফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করল তারা। এদিন গ্যালারি ঠাসা দর্শকের উপস্থিতিতে হলুদ-সাদা জার্সিধারী রেংদাই এফসি এবং সাদা জার্সিধারী ত্রিপুরা পুলিশ একে অপরের মুখোমুখি হয়। খেলার শুরু থেকেই দুই পক্ষ আক্রমণাত্মক মেজাজে ফুটবল উপহার দেয়। প্রথমার্ধের দশম মিনিটে বাম প্রান্ত দিয়ে রেংদাই এফসি একটি সুযোগ তৈরি করলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পাল্টা আক্রমণে ত্রিপুরা পুলিশও ডান দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু গোলের দেখা মেলেনি।খেলার সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্তটি আসে যখন মণিপুরের ১৮ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় মাঝমাঠ থেকে ডিফেন্স চিরে বক্সে ঢুকে জোরালো শট নেন, কিন্তু বল পোস্টে লেগে ফিরে আসায় নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হয় রেংদাই এফসি। ফলে প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে।দ্বিতীয়ার্ধে উত্তেজনার পারদ আরও চড়ে। মণিপুরের দলটি মুহুর্মুহু আক্রমণ শানালেও ত্রিপুরা পুলিশের রক্ষণভাগ তা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। নির্ধারিত সময়ে কোনো দলই গোল করতে না পারায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।অতিরিক্ত সময়েও ১০-১০ কুড়ি মিনিটেও দুই দল সমানে সমানে লড়াই চালিয়ে গেলেও অচলাবস্থা কাটেনি।

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে গোয়াকে হারিয়ে ১ম জয় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ত্রিপুরা। হারিয়েছে গোয়াকে, জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে।

বিশেষ করে বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি এলিট সি গ্রুপের খেলায়। ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল ১৭ রানের ব্যবধানে গোয়াকে পরাজিত করেছে। লীগ পর্যায়ের খেলায় পঞ্চম ম্যাচের মাথায় রাজ্য দলের এই দুর্দান্ত জয় কিছুটা হলেও মনোবল বৃদ্ধি করেছে। পরবর্তী আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে যথাক্রমে সৌরাষ্ট্র এবং দিল্লির বিরুদ্ধে। আশা করা হচ্ছে আজ এই জয়ের প্রভাব কিছুটা হলেও পরবর্তী ম্যাচ গুলিতে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। রাঁচিতে ঝাড়খন্ড স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আজ, সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের দলনেত্রী ঋজু সাহা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার ৫ বল বাকি থাকতে ত্রিপুরা দল ২২৩ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে ঋজু সাহা তার অধিনায়কোচিত ব্যাটিং প্রদর্শন করে সর্বাধিক ৫৮ রান পায়। এছাড়া, অম্বিকা দেবনাথের ৪৬ রান, রেশমা নায়েকের ২৫ রান এবং ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথের কুড়ি রান উল্লেখযোগ্য। গোয়ার বিধি ভান্ডারী এবং শ্রেয়া তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে গোয়া ৪৪ ওভার তিন বল খেলে ২০৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরা দলের রেশমা নায়েক ও তামান্না নিগমের বোলিং দাপটে গোয়ার মহিলা ক্রিকেটাররা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। দলের পক্ষে পূর্বা ভৈদকর সর্বাধিক ৪৮ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। হর্ষিতা যাদবের ৪৩ রান এবং পূর্বজা ওয়ারলে করের ২৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরার রেশমা নায়েক ৪৮ রানে এবং তামান্না নিগম ২৬ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, রোহিনী মানে এবং অন্নপূর্ণা দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রেশমা নায়েক পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

প্রেস ক্লাবের প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি রবিবার সাংবাদিক সদস্য খেলোয়াড়দের মধ্যে এক দিবসীয় এপিএল অর্থাৎ আগরতলা প্রেসক্লাব প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে চারটি পৃথক পৃথক দল গঠন করা হবে। এই উপলক্ষে আগামীকাল (রবিবার) বেলা ১১টায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ সকল সাংবাদিক ক্রিকেটারদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

বাগানে বসন্তের ফুল ফোটালেন জেমি-টম, জয় দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু সবুজ-মেরুনের

বাংলা ক্যালেন্ডার বলছে আজ পয়লা ফাল্গুন। ভালোবাসায় রঙিন হওয়ার দিন। মেসি ইভেন্টের জখম কাটিয়ে ভালোবাসার দিনের বিকেলে যুবভারতীতে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ মোহনবাগান ও কেরালা ব্লাস্টার্স। আইএসএলের সঙ্গে এই মাঠেও স্বমহিমায় ফেরার দিনে ২-০ গোলে জয় পেল সবুজ-মেরুন। মোহনবাগানের হেডকোচ হিসাবে প্রথম ম্যাচেই জয় পেলেন সের্জিও লোবেরা।

মোহনবাগান যে আক্রমণাত্মক মেজাজ নিয়ে নামতে চলেছে, সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল কোচ কথায়। তবে তাঁর দল যে শূন্য থেকে শুরু করবে সে কথাও বলেছিলেন। তাছাড়াও বাগানের অন্দরমহলে ফুরফুরে পরিবেশটাকেও মাঠে দেখা গেল শনিবার। সবুজ-মেরুনের 'প্রাণভোমরা' দিমিত্রি পেত্রাতোসের উপর ভরসা রেখেছিলেন কোচ। তাঁকে মাঠেও দেখা গেল আরও বেশি পরিণত, আরও বেশি চনমনে। আর ভ্যালেন্টাইনস ডে-র বিকেলে যুবভারতীতে হাজির হওয়া মোহনবাগান জনতাও উপহার পেলেন জয়ের দু'টি গোলাপ ফুল, যা এনে দিলেন জেমি এবং টম।

এদিন শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে শুরু করে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ৫ মিনিটে রবসন-দিমির যুগলবন্দি দেখা যায়। ১২ মিনিটে লিস্টনের ক্রস থেকে সুযোগ আসে মোহনবাগানের। শট গোলে রাখতে পারেননি দিমি। ১৩ মিনিটে দূরপাল্লার শট নেন সেই দিমি। ১৯ মিনিটে একক দক্ষতায় বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন ব্রাজিলীয় রবসন। ২১ মিনিটে দূরপাল্লার শট অনিরুদ্ধ থাপার। গোলার মতো শট বার উঁচিয়ে চলে যায়। সিংহভাগ বল মোহনবাগানের দখলে থাকলেও গোল আসছিল না।

গতির বিরুদ্ধে গিয়ে ২৬ মিনিটে দারুণ সুযোগ আসে কেরালার সামনেও। বাঁচান বাগান বিশাল কাইথ। তবে এর পর আবার আক্রমণ শানায় সবুজ-মেরুন। ৩১ মিনিটে লিস্টনের নেওয়া অনবদ্য ফ্রিকিক সেভ করেন গোলকিপার শচীন।

৩৫ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন জেমি ম্যাকলারেন। দিমির পাস থেকে বাঁ পায়ের ঠিকানা লেখা শটে গোল করেন ম্যাকলারেন। গত মরশুমে ১২ গোল করেছিলেন এই অজি তারকা। গোলের সেই ধারা এই মরশুমেও বজায় রাখলেন তিনি। এগিয়ে যাওয়ার পর আরও উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দেয় লোবেরা ব্রিগেড। ৩৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শট নেন রবসন। গোলকিপারের সৌজন্যে ব্যবধান বাড়েনি। পরের মিনিটে আবারও সুযোগ আসে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে আরও দু'টি সুযোগ এলেও সেখান থেকে গোল হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই ধারা বজায় রাখে মোহনবাগান। ৫২ মিনিট এবং ৬০ মিনিটে সুযোগ এলেও ব্যবধান বাড়াতে পারলেন না দিমি, জিমিরা। ৬৭ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে শট নিয়েছিলেন কোলাসো। এক্ষেত্রেও গোলহীন থাকেন তিনি। তবে এই অর্ধে কেরালা বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল। যদিও বাগান রক্ষণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো আগলে রেখেছিলেন শুভাশিস বসু, অভিষেক সিং টেকচাম, আলবার্তো, মেহতাব সিংরা। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে (৯০৬ মি.) ব্যবধান দ্বিগুণ করলেন পরিবর্ত হিসাবে নামা টম অলড্রেড। শেষ পর্যন্ত ২ গোলে জিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল মোহনবাগান। আরও বেশি গোলে জিততে পারত তারা। স্ট্রাইকারদের সুযোগ নষ্ট চিন্তায় রাখবে লোবেরাকে।

মোহনবাগান: ২ (ম্যাকলারেন, টম)

কেরালা ব্লাস্টার্স: ০

ইডেনে কষ্টের জয় ইংল্যান্ডের, লড়াই করেও হার মানল বাংলাদেশের বদলি স্কটল্যান্ড

বিশ্বকাপের শুরুতে অনেকেই ইংল্যান্ডকে এবারের টুর্নামেন্টের ফেভারিট দলগুলির মধ্যে ধরছিলেন। ফেভারিট না হলেও কেউ কেউ তাদের নামের পাশে অন্তত 'কালো ঘোড়া'র তকমাটা সাঁটিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত ইংরেজরা যা পারফর্ম করছে তাতে সেই ভুল ভেঙে যেতে পারে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ড নেপালের সঙ্গে কোনওক্রমে জিতেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। শনিবার তৃতীয় ম্যাচেও জয় এল বহু কষ্টে। তবে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ৫ উইকেটের জয় বিশ্বকাপের পরের রাউন্ডে যাওয়াটা সুগম করে দিল হ্যারি ব্রুকদের।

শনিবাসরীয়ে ইডেনে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইংরেজরা। প্রথমে ব্যাট করে স্কটল্যান্ড তোলে ১৫২ রান। ইনিংসের শুরু থেকেই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উইকেট খোয়াই স্কটিশরা। একমাত্র অধিনায়ক বেরিংটন এবং মাইকেল জোনস ছাড়া আর কেউ সেভাবে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। বেরিংটন ৩২ বলে ৪৯ এবং জোনস ২০ বলে ৩৩ রান করেন। ইংল্যান্ডের হয়ে আদিল রশিদ ৩ উইকেট পান।

মাত্র ১৫৩ রানের টার্গেট। ইডেনের পিচে টুকটাক ঘূর্ণি থাকলেও ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বিভাগের পক্ষে এই রান তোলাটা চাপের ব্যাপার হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা সহজ কাজটা সহজে করতে পারলেন না। মাত্র ১৩ রানে দুই ওপেনারকে হারিয়ে ভালোরকম চাপে পড়ে যায় তাঁরা। শুরুর দিকে সেভাবে রানও উঠছিল না। ফলে পাহাড়প্রমাণ চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বিভাগ। যদিও এরপর প্রতিরোধ শুরু করেন জেকব বেথেল এবং টম ব্যান্টন। তাঁদের জুটিতে ৬৬ রান তুলে সমীকরণ সহজ করে দেয়। বেথেল ৩৩ রানে আউট হলেও ব্যান্টন অনবদ্য হাফসেঞ্চুরি করেন। বেথেলের উইকেটের পর দ্রুত ফিরে যান অধিনায়ক ক্রকও। ফলে ফের চাপে পড়ে ইংল্যান্ড। স্যাম কারান শেষদিকে ২০ বলে ২৮ রানের ইনিংস না খেললে শনিবারের ইডেনে অঘটন ঘটতেই পারত। শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। ইংল্যান্ড ম্যাচটি জিতল ৫ উইকেটে।

স্কটল্যান্ড এই বিশ্বকাপে এসেছে বাংলাদেশের বদলি হিসাবে। সেভাবে কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই। তারপরও যেভাবে একের পর এক ম্যাচ তারা লড়াই করছে, সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে কষ্টার্জিত হলেও এদিনের জয় ইংল্যান্ডের জন্য স্বস্তির। এই জয়ের ফলে পরের রাউন্ডের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল ইংরেজরা।

স্কটল্যান্ড: ১৫২ (বেরিংটন ৪৯, মাইকেল জোনস ৩৩)

ইংল্যান্ড: ১৫৫-৫ (ব্যান্টন ৬৩, বেথেল ৩২)

ইংল্যান্ড পাঁচ উইকেটে জয়ী।

জাগরণ 15 February, 2026, Sunday আগরতলা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং, ■ ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা যেকোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে: তারেক রহমান

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আগামী সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে এমন প্রেক্ষাপটে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান শনিবার আইনশৃঙ্খলা "যেকোনো মূল্যে" বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি নিরাপদ ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।

এদিকে, রবিবার সংসদ নির্বাচনে জয়ী বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানো হবে। এরপরই বাংলাদেশের সরকার গঠনের তোরজোড় শুরু হবে।

আজ সংসদ সদস্যদের শপথ

শনিবার বিকেলে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাওয়া তারেক রহমান বলেন, দেশের পুনর্গঠনে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের শীর্ষ দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউন—কে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে আমাদের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। কোনো অজুহাতে কারও প্রতি অন্যায় করা যাবে না। আইনশৃঙ্খলা যেকোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, সহিংসতা, প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড বা উসকানি কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। তাঁর ভাষায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাই আমার স্পষ্ট অবস্থান। কোনো ধরনের অবিচার বা অবৈধ কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। দল, ধর্ম, বর্ণ বা মতভেদ কোনো অজুহাতে শক্তিশালী দুর্বলকে আক্রমণ করতে পারবে না।

তারেক রহমান নির্বাচনের ফলাফলকে "জনগণের বিজয়" হিসেবে অভিহিত করে বলেন, স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণই বিএনপিকে বিজয়ী করেছে।

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি ২৯৭ আসনের মধ্যে ২০৯টিতে জয়লাভ করেছে। চট্টগ্রাম—২ ও ৪ আসনে ফলাফল স্থগিত থাকলেও সেখানে দলটির প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। তাদের মিত্ররা তিনটি আসনে জয় পেয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি আসন পেয়েছে এবং জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের অন্য শরিকরা নয়টি আসনে জয়ী হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি আসন পেয়েছে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সাতটি আসনে জয়ী হয়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রায় ৩৫ বছর পর দেশে একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষকদের মতে, দেশকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উগ্রবাদী তৎপরতা কাটিয়ে উঠতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। এসব সমস্যার বড় অংশই দেখা দিয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের সময়ে।

সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সরব আগরতলা প্রেসক্লাব

ডিজিপি-র সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে নতুন নতুন কায়দায় সাংবাদিক ও সম্পাদকদের আক্রমণের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। শনিবার এক বিবৃতিতে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে ধারাবাহিকভাবে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, শনিবার আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার সম্পাদক শানিত দেবরায়-এর মিলন সংঘস্থিত বাসভবনের সামনে একদল যুবক হুজ্জতি চালায়। দীর্ঘ সময় ধরে ওই অশান্ত পরিস্থিতি চলতে থাকে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে প্রেসক্লাব। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

এবিষয়ে এদিন সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা পুলিশ-এর মহা-নির্দেশকের সঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি রাজ্যে আইনি বিধান লঙ্ঘন করে সামাজিক মাধ্যম ও অন্যান্য ফোরামে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপব্যবহারের বিষয়টিও উত্থাপন করা হয়।

রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রতিনিধিদলের উত্থাপিত উদ্বেগগুলির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ত্রিপুরা পুলিশ আইনের শাসন সমুন্নত রাখা এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানানো হয়।

রোমান হরফের ব্যবহার নিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: ককবরক ভাষায় রোমান হরফ বা ইংরেজি লিপি ব্যবহারের দাবিকে পুনরায় নাকচ করল রাজ্য সরকার। শনিবার এ বিষয়ে নিজের আগের অবস্থানেই অনড় থাকার কথা স্পষ্ট করে জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

শনিবার তিপ্রা মথা পার্টি সমর্থিত এক ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলাসহ রাজ্যের দশটি স্থানে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। তাদের মূল দাবি ছিল, ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদান। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার এ বিষয়ে আগের অবস্থানেই অনড় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চাকমা সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব লিপি তৈরি করেছে। ককবরক ভাষার ক্ষেত্রেও যদি আলাদা বা দেশীয় কোনও লিপি গ্রহণ করা হয়, সে বিষয়ে সরকারের আপত্তি নেই। তা বাংলা হোক বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার লিপিসরকার বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তবে ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা, এবং ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের বিষয়টি সরকার মেনে নেবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানান। তিনি বলেন, সরকার ইংরেজির বিপক্ষে নয়, তবে ককবরক ভাষায় ইংরেজি ভাষা ব্যবহার কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবেনা।

তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রোমান হরফে লেখার সুযোগ থাকলেও খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সেই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়েছে। ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সিবিএসই -এর কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে সেখান থেকে এখনও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। এই বিষয়টি সিবিএসই-এর আওতাধীন এবং এখানে রাজ্য সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই বলেও দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, তাদের কাছে কোনো ইস্যু নেই, তাই এই রোমান হরফের ব্যবহার নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। রোমান হরফ ইস্যুতে কিছু নেতা ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। সবকিছু বুঝেশুনেই ছাত্রদের আন্দোলনে নামানো হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিদেশি ভাষার হরফ নিয়ে আন্দোলন না করে বাংলা ককবরক লিপি বা নিজস্ব লিপি তৈরির দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ককবরক ভাষায় রোমান লিপি কোনওভাবেই গ্রহণ করবে না রাজ্য সরকার।

রতনপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু, শোকের ছায়া গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সমগ্র এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে রতনপুর বাজারের পাশের এলাকায় জনৈক রূপাবন্ধু ত্রিপুরার কন্যা খেলতে খেলতে হঠাৎ রাস্তায় চলে আসে। সেই সময় একটি দ্রুতগামী মোটরবাইক শিশুটিকে সজোরে ধাক্কা দিলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে মুহুরীপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতাল-এ স্থানান্তরিত করা হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

শনিবার মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে রাজধানীর শিবমন্দিরে জোর প্রস্তুতি, শুরু হচ্ছে বিশেষ পূজা আয়োজন

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: আগামীকাল অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট থেকে শুরু হচ্ছে শিব চতুর্দশীর তিথি, যা চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকেল পর্যন্ত। এই উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন শিবমন্দিরে মহা শিবরাত্রির পূজাকে ঘিরে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি।

বিশেষ করে শিববাড়ি সহ শহরের অন্যান্য শিবমন্দিরগুলো রঙিন আলো ও ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে। ভক্তদের সুবিধার্থে নেওয়া হয়েছে একাধিক প্রশাসনিক ও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা। নিরাপত্তা, পানীয় জল ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকেও রাখা হয়েছে বিশেষ নজর।

এদিকে বাজারগুলোতেও শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে কেনাবেচা। বিভিন্ন পূজা সামগ্রীবেলপাতা, ধূপ, প্রদীপ, দুধ, ফল ও ফুল নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। ভক্তদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

মন্দির সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল বিকেল থেকেই শুরু হবে ভক্তদের 'বাবার মাথায়' জল ঢেলে পূজার্চনা। অনুষ্ঠিত হবে চার প্রহরের পূজা। সারারাত ধরেই চলবে জাগরণ ও বিশেষ আরতি। মহা শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে রাজধানী জুড়ে ভক্তিমূলক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

হোস্টেল পড়ুয়াদের হাতে মোবাইল না দেওয়ার আবেদন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর, পাচারচক্র নিয়ে সতর্কবার্তা

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী: হোস্টেলে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মোবাইল ফোন না দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের কাছে জোরালো আবেদন জানালেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। শনিবার দশদা-কাঞ্চনপুরের দক্ষিণ তুইসামা এলাকায় অবস্থিত পূর্ণজয় সিপি হাই স্কুল-এর ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস পরিদর্শনে এসে তিনি এই আহ্বান জানান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এমডিসি ভূমিকা নন্দ রিয়াং।

সম্প্রতি ওই বিদ্যালয়ের গার্লস হোস্টেল থেকে তিন ছাত্রী এবং বাইরে থেকে আসা দুই নাবালিকা মেয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা যোগাযোগের জেরে হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পরে বিমানবন্দর থানা-র তৎপরতায় পাঁচ নাবালিকাকেই উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, তাদের ভিনরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

শনিবার হোস্টেল পরিদর্শনে গিয়ে মন্ত্রী আবাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের ভূমিকা এবং কীভাবে ছাত্রীদের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল, তা খতিয়ে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একটি সংগঠিত চক্র সক্রিয় রয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নাবালিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বন্ধুত্ব ও প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই ঘটনার পিছনেও সেই ধরনের চক্র কাজ করেছে বলে আশঙ্কা।

মন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, বিশেষ করে হোস্টেলে থাকা পড়ুয়াদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়ার আগে অভিভাবকদের একাধিকবার ভাবা উচিত। তাঁর কথায়, পড়াশোনার পরিবেশ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ব্যবহার অনেক সময় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট চক্রকে চিহ্নিত করতে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তদন্ত এগোচ্ছে। পাশাপাশি হোস্টেলগুলির নিরাপত্তা জোরদার করা ও নজরদারি বাড়ানোর দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী। ঘটনার পর অভিভাবক মহলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ও দ্রুত উদ্ধার অভিযানে এলাকায় খানিকটা স্বস্তি ফিরেছে। এখন নজর পাচারচক্রের মূল হোতাদের গ্রেফতার এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তার দিকে।

দেরিতে পৌঁছনোর কারণে এসটিজিটি পরীক্ষা দিতে পারলেন না তরুণী গৃহবধূ

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: নির্ধারিত সময়ের পর পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর কারণে এসটিজিটি পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেন না এক তরুণী গৃহবধূ। ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র চত্বরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

জানা যায়, ওই পরীক্ষার্থীর বাড়ি জিরানিয়া এলাকায়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ঘরে একটি ছোট্ট শিশু থাকায় প্রস্তুতি ও বেরোতে কিছুটা দেরি হয়। পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্রে আসার পথে তীব্র যানজটের মুখে পড়তে হয়। এর ফলেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ওই গৃহবধূর অভিযোগ, তিনি অনেক অনুরোধ জানালেও পরীক্ষাকেন্দ্রের গেটে কর্তব্যরত কর্মীরা তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেননি। তাঁদের তরফে জানানো হয়, নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর কোনও পরীক্ষার্থীকে হলে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না।

ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই পরীক্ষার্থী। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির পর এমনভাবে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় তিনি চরম হতাশ বলে জানান। ঘটনাকে ঘিরে পরীক্ষার্থীদের একাংশ পরীক্ষার সময়সূচি ও যানজট ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

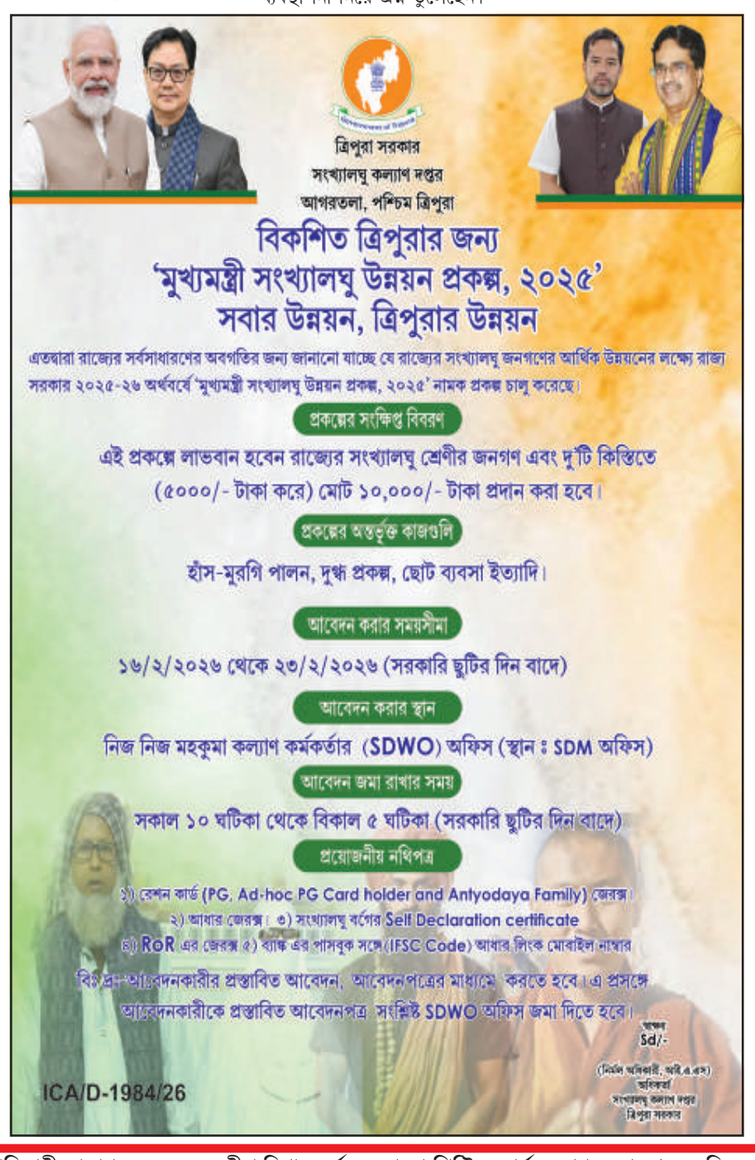

তেলিয়ামুড়ায় পুর পরিষদের উচ্ছেদ অভিযান, ফুটপাত দখলমুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ

তেলিয়ামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারী: সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশ অনুসরণ করে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো তেলিয়ামুড়াতেও শুরু হল উচ্ছেদ অভিযান। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন ব্যস্ত রাস্তায় অবৈধভাবে দখল করা সরকারি ফুটপাত দখলমুক্ত করতে এই অভিযান চালানো হয়।

দীর্ঘদিন ধরে ভেন্ডার লাইসেন্সবিহীন একাংশ দোকান ও স্টল ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল বলে অভিযোগ। এর ফলে সাধারণ পথচলতি মানুষের যাতায়াতে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। জনস্বার্থে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে প্রশাসন অবশেষে কঠোর পদক্ষেপ নেয়।

অভিযান চলাকালীন প্রশাসনের বুলডোজার দিয়ে অবৈধভাবে দখল করা ফুটপাতের উপর গড়ে ওঠা একাধিক দোকান ও স্টল ভেঙে ফেলা হয়। যদিও অভিযানে উপস্থিত আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ডেপুটি সিইউ প্রদীপ কুমার সরকার, ডিসিএম বিশ্বজিৎ মজুমদার-সহ তেলিয়ামুড়া থানার বিপুল পুলিশ বাহিনী এবং সিআরপিএফ-এর জওয়ানরা। কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বড়সড় অগ্নিকান্ডের থেকে রক্ষা পেল লেক চৌমুহনী বাজার

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল রাজধানীর লেক চৌমুহনী বাজার। দমকল বাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায় গোটা বাজার এলাকা।

জানা গেছে, আগুনের সূত্রপাত হয় আস্তাবল ব্রিজের নিচে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ থেকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্রিজের নিচে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে কে বা কারা আগুন লাগায়। সেখান থেকেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বাজার এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আগরতলা হেড অফিস ও কুঞ্জবন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন থেকে দুটি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নেভানো সম্ভব হয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, সময়মতো দমকল কর্মীরা না এলে আগুন সহজেই বাজারের দোকানপাটে ছড়িয়ে পড়তে পারত এবং বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। দমকলের দ্রুত পদক্ষেপে একটি সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে স্বস্তি প্রকাশ করেন এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা।

স্বর্ণকমল-সিলভার অ্যান্ড গোল্ড-এর শুভ পুনরারম্ভ, ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী রূপার উত্তরাধিকার নতুন রূপে পুনর্জাগরিত

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরার গয়নার ঐতিহ্যে এক গর্বের ও আবেগঘন মুহূর্ত হিসেবে Swarnakamal — Silver & Gold-এর শুভ পুনরারম্ভ অনুষ্ঠিত হলো ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে, আগরতলার ঘোষপট্টি, শান্তিপাড়া-স্থিত ঐতিহাসিক শোরুমেযেখানে একসময় স্বর্ণকমলের সুপরিচিত শোরুম ছিল। ছন্দ্রথন্দ্রথদ্ধখদ্বখন জ্বাত্রন্দ্রত্রননত্রন্স-এর সিস্টার ব্র্যান্ড হিসেবে, Swarnakamal — Silver & Gold এখন একটি আধুনিক ছ্বনন্তত্রন জ্বাত্রন্দ্রত্রননত্রন থ্বথনন হিসেবে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা বহন করে একই অটুট বিশ্বাস, নিখুঁত কারিগরি দক্ষতা এবং বহু দশকের ঐতিহ্য।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে স্বর্ণকমল শুধু একটি নাম নয়, বরং ত্রিপুরার মানুষের কাছে এটি বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতীক। গ্রাহকদের অবিচল আস্থা ও ভালোবাসার অনুপ্রেরণায় এই ঐতিহ্য এখন নতুন রূপে আবারও শুরু হলো।

এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন আগরতলার জগন্নাথ মন্দিরের মহারাজ এবং স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন Swarnakamal Jewellers-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ডা. জুহিলি দেববর্মা, সহ বহু বিশিষ্ট অতিথি, শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা. জুহিলি দেববর্মা জানান, স্বর্ণকমলের সঙ্গে তার সম্পর্ক শৈশব থেকেই। তিনি ছোটবেলায় তার বাবা-মা ও দাদা-দিদার সঙ্গে এই শোরুমে আসতেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন যে, একই শোরুম আজ ছন্দ্রথন্দ্রথদ্ধখদ্বখন — Silver & Gold হিসেবে নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু তার সেই পুরনো ঐতিহ্য ও আবেগ আজও অটুট রয়েছে।

এই উপলক্ষে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা গোপাল চন্দ্র নাগ ত্রিপুরার জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, স্বর্ণকমলের প্রকৃত শক্তি সবসময়ই গ্রাহকদের বিশ্বাস ও ভালোবাসা, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিসেস শিউলি নাগ, Swarnakamal --- ছ্বনন্তত্রন ঁ ওদ্রনত্ম-এর স্বত্বাধিকারী, যিনি অতিথিদের স্বাগত জানান এবং জানান যে, এই নতুন যাত্রায়ও স্বর্ণকমল তার গুণমান, ঐতিহ্য ও গ্রাহকসেবার অঙ্গীকার অটুট রাখবে।

গ্র্যান্ড পুনরারম্ভ উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিশেষ উদ্বোধনী অফার ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রূপার গয়নার মেকিং চার্জে ২৫ু ছাড়, সোনার গয়নার মেকিং চার্জে সর্বোচ্চ ২০ু ছাড় এবং ডায়মন্ড গয়নার মেকিং চার্জে ৫০ু ছাড়, সঙ্গে রয়েছে নিশ্চিত উপহার এবং ২০০ গ্রাম রূপার মুদ্রা জেতার বিশেষ সুযোগ। Swarnakamal --- Silver & Gold-এর এই পুনরারম্ভ শুধু একটি শোরুমের উদ্বোধন নয়, বরং ত্রিপুরার সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রিয় রূপার গয়নার ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণনতুন রূপে, কিন্তু একই আত্মা ও ঐতিহ্য নিয়ে, যেখানে প্রতিটি গয়না একটি গল্প বলে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas